জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার), বগুড়া

পরিচিতিঃ

জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার), বগুড়া, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি বগুড়া জেলার শাজাহানপুর উপজেলাধীন জাহাঙ্গীরাবাদ সেনানিবাস সংলগ্ন ফুলতলা এলাকায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের পার্শ্বে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৪ সাল থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় কার্যক্রম শুরু করলেও গত ০১/১২/২০১৬খ্রি. তারিখ হতে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় নেকটার-এর বিবিধ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনায়নে সক্ষম এবং এর কার্যপরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানের মূল কার্যক্রম হচ্ছে শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও আত্মকর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তোলা। এছাড়া সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

ভিশন ও মিশনঃ

ভিশনঃ

দেশের আর্থিক ও সামাজিক অঙ্গনে অবদান ও আইসিটি-এর ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে যুগোপযোগী কম্পিউটার প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনা।

মিশনঃ

- আইসিটি বিষয়ে গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা এবং এ বিষয়ে জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করা;
- সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের কাঠামো নির্ধারণ, পরিচালনা ও মূল্যায়ন করা;
- শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের জন্য পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা;
- একাডেমী কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যক্রম অধ্যয়ন সম্পন্ন করেছেন এমন ব্যক্তিদের পরীক্ষা গ্রহণ করা এবং ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট প্রদান করা;
- একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা অনুষ্ঠান, সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা প্রদান, ইত্যাদি খাতে ফি নির্ধারণ ও আদায়;
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুসারে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনা।

নেকটার বোর্ড অব গভর্ণরস

একাডেমী পরিচালনার লক্ষ্যে জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা আইন-২০০৫ এর ধারা ৬ (১) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ১৫ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত বোর্ড অব গভর্ণরস একাডেমীর উন্নয়নে নিরলস কাজ করছেন।

বোর্ড অব গভর্ণরস-এর সদস্যবৃন্দ

১	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে)
২	অতিরিক্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	ভাইস চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে)
৩	বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন যুগ্মসচিব	সদস্য
৪	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য (পদাধিকারবলে)
৫	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য (পদাধিকারবলে)
৬	মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া	সদস্য (পদাধিকারবলে)
৭	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী	সদস্য (পদাধিকারবলে)
৮	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য (পদাধিকারবলে)
৯	রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিভাগের একজন অধ্যাপক	সদস্য
১০	জেলা প্রশাসক, বগুড়া	সদস্য (পদাধিকারবলে)
১১	অধ্যক্ষ, বগুড়া সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া	সদস্য (পদাধিকারবলে)
১২	সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ	সদস্য
১৩	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিজনেস প্রমোশনাল কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১৪	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১৫	একাডেমীর পরিচালক	সদস্য সচিব (পদাধিকারবলে)

জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার), বগুড়া-এর দপ্তর বিন্যাস ঃ

১. প্রশাসনিক বিভাগ (Administrative Division)

- ক. সাধারণ প্রশাসন বিভাগ (Department of General Administration)
  - সংস্থাপন শাখা
  - হিসাব শাখা
  - হোস্টেল ও ক্যাফেটারিয়া
  - স্টোর
  - মেডিকেল সেন্টার
  - মসজিদ
- খ. রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ (Department of Registration & Examination Control)
  - রেজিস্ট্রেশন শাখা
  - পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা
- গ. রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ (Department of Maintenance)
- ঘ. গ্রন্থাগার (Library)

২. একাডেমিক বিভাগ (Academic Division)

- ক. আইসিটি শিক্ষা বিভাগ (Department of ICT Education)
- খ. প্রশিক্ষণ বিভাগ (Department of Training)
- গ. গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ (Department of Research & Publication)

১. প্রশাসনিক বিভাগ (Administrative Division):

ক. সাধারণ প্রশাসন বিভাগ (Department of General Administration)

■ সংস্থাপন শাখাঃ

১৯৮৩ সাল থেকে সাবেক নট্রামস বর্তমান নেকটার-এর কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার ২টি প্রকল্প গ্রহণ করেন। যথা: (১) নট্রামস স্থাপন প্রকল্প (২) নট্রামস শক্তিশালীকরণ শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প এবং নেকটার আইন ২০০৫ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সৃষ্ট পদসমূহের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম, নেকটার আইন ২০০৫ ও সময়কাল	কর্মকর্তা/কর্মচারি পদ সংখ্যা				
		গ্রেড ৪-৯	গ্রেড ১০	গ্রেড ১১-১৬	গ্রেড ১৮-২০	মোট পদ
১।	নট্রামস স্থাপন প্রকল্প (১৯৮৪-১৯৮৬)	১৭টি	০২টি	১৭টি	২০টি	৫৬টি
২।	নট্রামস শক্তিশালীকরণ শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প (১৯৯১-১৯৯৩)	১৮টি	০২টি	২৪টি	২২টি	৬৬টি
৩।	নেকটার আইন ২০০৫ এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ২০০৮ সালে রাজস্বখাতে সৃজন হয়েছে	১৪টি	-	-	-	১৪টি
	সর্বমোট	৪৯টি	০৪টি	৪১টি	৪২টি	১৩৬টি

নেকটারের অনুকুলে সৃষ্ট মোট ১৩৬ টি পদের মধ্যে রাজস্বখাতের পদ, কর্মরত পদ, শূন্য পদ এবং রাজস্বখাতে স্থানান্তর বিহীন পদের বিবরণঃ

ক্র. ন.	পদের প্রকৃতি	অনুমোদিত মোট পদ	রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত পদ	কর্মরত জনবল			শূন্য পদ	রাজস্বখাতে স্থানান্তর বিহীন পদ সংখ্যা	মন্তব্য
				পুরুষ	মহিলা	মোট			
১.	ক্যাডার পদ ১	--	--	--	--	--	--	--	পরিচালক পদে সরকারের ১ জন উপসচিব প্রেষণে কর্মরত আছেন।
২.	১ম শ্রেণী	৪৯	৪৫	১৫	০২	১৭	২৮	০৫	
৩.	২য় শ্রেণী	০৪	০৪	০২	--	০২	০২		
৪.	৩য় শ্রেণী	৪১	৪১	২৪	০৪	২৮	১৩		
৫.	৪র্থ শ্রেণ	৪২	৪১	৩৪	০১	৩৫	০৬		
সর্বমোট		১৩৬টি	১৩১টি	৭৫	০৭	৮২	৪৯		

২০১৯-২০ অর্থ বছরে নেকটার বগুড়া'র ২ জন কর্মকর্তা ও ১ জন কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেছেন;

ক্র. ন.	নাম ও পদবী	অবসর গ্রহণের ধরণ	অবসরের তারিখ
০১	জনাব এস এম নাছির উদ্দিন, ইন্সট্রাক্টর	বার্ধক্যজনিত অবসর	০৪/০৯/২০১৯
০২	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ইন্সট্রাক্টর	বার্ধক্যজনিত অবসর	১৩/০২/২০২০
০৩	জনাব সেখ রায়হান, স্টোর সহকারী	স্বেচ্ছায় অবসর	০১/০১/২০২০

২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৬ জন কর্মচারী অবসর উত্তর ছুটি (পিআরএল)-এ গমণ করেছেন;

ক্র. ন.	নাম ও পদবী	অবসর গ্রহণের ধরণ	পিআরএল গমণের তারিখ
০১	জনাব সুরাইয়া বেগম, কম্পিউটার অপারেটর	বার্ধক্যজনিত অবসর	২০/০১/২০২০
০২	জনাব মোঃ আলমগীর ফেরদৌস, পাবলিকেশন ম্যানেজার	স্বেচ্ছায় অবসর	০১/১২/২০১৯
০৩	জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ, আর্টিষ্ট কাম ক্যামেরাম্যান	বার্ধক্যজনিত অবসর	০৪/০৩/২০২০
০৪	জনাব তাজকারাতুন্নেছা, কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	বার্ধক্যজনিত অবসর	১৫/০৫/২০২০
০৫	জনাব মোঃ ইয়াকুব আলী, সহকারী কুক	স্বেচ্ছায় অবসর	০১/১০/২০১৯
০৬	শ্রীমতি রানী, পরিচ্ছন্নতা কর্মী	বার্ধক্যজনিত অবসর	৩১/১২/২০১৯

সংস্থাপন শাখা কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থ বছরে (০১/৭/২০১৯-৩০/৬/২০২০ পর্যন্ত) সম্পাদিত কার্যাদিঃ

■ প্রশাসনিক কার্যাদিঃ

০১। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সাথে নেকটার, বগুড়া'র ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি গত ২৩/০৬/২০১৯খ্রি. তারিখে স্বাক্ষরিত হয়।

০২। বোর্ড অব গভর্ণরস-এর ১টি সভা (৩১তম) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

০৩। শূন্য ২০টি পদে জনবল নিয়োগের ছাড়পত্রের আলোকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৪টি পদে জনবল নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে এবং ০১/০৬/২০২০খ্রি. তারিখ হতে তারা কাজে যোগদান করেছে। করোনা ভাইরাসের কারণে ১ম শ্রেণীর ১৬টি পদে জনবল নিয়োগ এখানো সম্পন্ন হয়নি।

০৪। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ২ দফায় (৮+৪)=১২টি পদের ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে ৮টি পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির লিংক প্রদানের জন্য টেলিটকে প্রেরণ করা হয়েছে।

০৫। একাডেমীর কার্যক্রম প্রদর্শনের জন্য একটি LED Digital Signage ক্রয়পূর্বক প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় দিবস-এ নেকটার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

নেকটার বিভিন্ন জাতীয় দিবস জাতীয় শোক দিবস, বিজয় দিবসের র‍্যালি, শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বাংলা নববর্ষ, ঈদে মিলাদুন্নবী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপন করে থাকে। যার বিবরণ নিম্নে উপস্থাপিত হলো:

ক. গত ১৫ আগস্ট, ২০১৯ খ্রি. তারিখে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৪তম শাহাদৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে জেলা প্রশাসন, বগুড়া কর্তৃক আয়োজিত শোক র‍্যালি/শোক পদযাত্রায় নেকটার-এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানে আলোচনা সভা ও মসজিদে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস-এ পদযাত্রায় নেকটারের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারির অংশ গ্রহণ।

খ. ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৯ মহান বিজয় দিবসে নেকটারের পরিচালকসহ কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ দিবসের প্রথমভাগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুস্পমাল্য অর্পণ করেন। মসজিদে শহীদদের রুহের মাগফেরাত ও দেশের সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া মাহফিল পরিচালিত হয়।

গ. শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বাঙ্গালী জাতির জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য দিন। অমর একুশের ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য জাতীয় কর্মসূচির আলোকে জেলা প্রশাসন, বগুড়া কর্তৃক আয়োজিত কর্মসূচি অনুযায়ী দিবসের প্রথম প্রহরে রাত্রি ১২.০১ মিনিটে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, শহীদ খোকন পার্ক, বগুড়া'য় নেকটারের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি ও প্রশিক্ষণার্থীগণ পুস্পস্তবক অর্পণ করে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানে আলোচনা সভা ও মসজিদে ভাষা শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে নেকটার পরিবারের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ।
তারিখ: ২১/০২/২০২০খ্রি.

ঘ. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী, ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে নেকটার, বগুড়া বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে-

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর প্রতিকৃতিতে ফুলের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নেকটার, বগুড়া'র পরিচালকসহ কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দ। তারিখ: ১৭/০৩/২০২০ খ্রি.

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী, ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে নেকটার ক্যাম্পাসে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ রোপন করা হয়। তারিখ: ১৭/০৩/২০২০ খ্রি.

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী, ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে নেকটার মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। তারিখ: ১৭/০৩/২০২০ খ্রি.

বিশেষ কার্যক্রম:

ক. ৩০ আগস্ট, ২০১৯খ্রি. তারিখে নেকটার মিনি কনফারেন্স রুমে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর সার্বিক কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে বিশেষজ্ঞ পুলের সাথে নেকটার-এর মতবিনিময় সভা।

খ. ০৭ অক্টোবর, ২০১৯খ্রি. তারিখে নেকটারের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর মাননীয় সচিব জনাব মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ।

গ. ০৮ জানুয়ারি, ২০২০খ্রি. তারিখে নেকটারের প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্স-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব মোঃ শাফিউল ইসলাম, উপসচিব, পরিচালক, নেকটার বগুড়া।

ঘ. ১৪ জানুয়ারি, ২০২০খ্রি. তারিখে দুস্থ, অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন নেকটারের পরিচালক, কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

হিসাব শাখাঃ

হিসাব বিভাগের কার্যক্রম ঃ

(ক) একাডেমীর "পরিচালন" বাজেটে প্রাপ্ত অর্থ ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ।

(খ) "একাডেমীর নিজস্ব" বাজেটের বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ।

(গ) একাডেমীর "পরিচালন" ও "একাডেমির নিজস্ব" বাজেট প্রস্তুতকরণ এবং বোর্ড অব গভর্ণরস সভায় উপস্থাপন। "একাডেমির নিজস্ব" বাজেট বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যয় নির্বাহ।

(ঘ) একাডেমির পরিচালন ও নিজস্ব বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে অর্থ ব্যয়ের সকল নিয়মনীতি অনুসরণ পূর্বক পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে ব্যয় নির্বাহ এবং ব্যয়িত অর্থের বিল ভাউচার সংরক্ষণ করা।

(ঙ) সরকারি বিধি বিধান অনুযায়ি আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে পরিচালক মহোদয়কে পরামর্শ দান।

(চ) একাডেমীর আর্থিক ও প্রশাসনিক চাহিত তথ্যাদি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করা।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে একাডেমির "পরিচালন" বাজেট-এর হিসাব বিবরণীঃ

২০১৯-২০ অর্থ বছরের "পরিচালন" বাজেটের আওতায় সর্বমোট=১৭,১৮,২৮,০০০/- (সতের কোটি আঠার লক্ষ আটাশ হাজার) টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে সর্বমোট ১৩,৮৬,৫৮,৪৩৩/৫৮ (তের কোটি ছিয়াশি লক্ষ আটান্ন হাজার চারশত তেত্রিশ টাকা আটান্ন পয়সা) টাকা যথাযথভাবে সরকারি নিয়ম অনুযায়ি ব্যয়িত হয়েছে। ৩০ জুন, ২০২০খ্রি. পর্যন্ত অব্যয়িত সর্বমোট =৩,৩১,৬৯,৫৬৬/৪২ (তিন কোটি একত্রিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার পাঁচশত ছিষট্টি টাকা বিয়াল্লিশ পয়সা) টাকা সোনালী ব্যাংক লিঃ গোহাইল রোড শাখা, খান্দার, বগুড়া'য় চালান নং-টি৫, তাং-২৯/৬/২০২০খ্রি. মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা পূর্বক ছাড়কৃত অর্থের খাতওয়ারী খরচ ও অব্যয়িত অর্থের সমর্পন প্রতিবেদন গত ৩০/৬/২০২০খ্রি. তারিখে ৮০৭ নং পত্রের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে "একাডেমির নিজস্ব" আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণীঃ

বোর্ড অব গভর্ণরস-এর ০১/১০/২০১৯খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৩১তম সভায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরের জন্য একাডেমির নিজস্ব আয় ও ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে মোট ১,২২,৪৩,০০০/- টাকা এবং ৪৫,১৩,০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়। ৩০/৬/২০২০খ্রি. তারিখ পর্যন্ত একাডেমির বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত সর্বমোট=৯১,৩৭,৪৫৬/৭১ টাকা আয় এবং ৩৬,৭৯,৮৮৫/০৬ টাকা ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য যে, একাডেমির নিজস্ব আয়ের উৎসসমূহ নিম্নরূপঃ-

- এ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স অন কম্পিউটার ট্রেনিং (৬ মাস)
- ডিপ্লোমা-ইন-কম্পিউটার টেকনোলজি (৪ বছর)
- হোস্টেলের সিট ভাড়া।
- সেমিনার হল ও ক্যাফেটারিয়া ভাড়া।
- ল্যাব চার্জ।
- সঞ্চয়ী হিসাব ও এফডিআর-এর অনুকুলে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সুদ।

■ হোস্টেল ও ক্যাফেটারিয়া শাখাঃ

হোস্টেলঃ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য আগত প্রশিক্ষণার্থীগণকে একাডেমীর হোস্টেলে আবাসন ব্যবস্থা করা হয়। সেজন্য ৪ তলা বিশিষ্ট ১২০ সিটের একটি পুরুষ ও ৪০ সিটের একটি মহিলা হোস্টেল রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্ব-শাসিত, এনজিও সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণের (সাময়িক) আবাসনের জন্য ৬টি এসি ও ৫টি নন এসি ভিআইপি কক্ষ আছে। এ সকল কক্ষ নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে বরাদ্দ প্রদানের সুযোগ রয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে হোস্টেলের ভাড়া হতে সর্বমোট ৪৬,৯১,৮০০/- (ছয়চল্লিশ লক্ষ একানব্বই হাজার আটশত) টাকা আয় হয় যা একাডেমীর নিজস্ব তহবিলে জমা করা হয়েছে।

পুরুষ হোস্টেল

মহিলা হোস্টেল

গত ২৫তম বোর্ড অব গভর্ণরস-এর সভায় নেকটার হোস্টেলের ভাড়া নিম্নোক্ত তালিকা অনুসারে পুনঃ নির্ধারণ করা হয়-

ভিআইপি কক্ষের ভাড়ার হারঃ

ক্রমিক নং	ক্যাটাগরি	বর্তমানে প্রচলিত ভাড়ার হার			
		এসি (বিশেষ)	এসি	নন-এসি (সিঙ্গেল)	নন-এসি (ডাবল)
১।	সরকারি (নন ক্যাডার)/আধা-সরকারি, স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ প্রতিনিধি।	১,০০০/-	৫০০/-	৩০০/-	৩০০/-
২।	এমপিও ভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি	১,২০০/-	৬০০/-	৪০০/-	৫০০/-
৩।	আন্তর্জাতিক/এনজিও/প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ প্রতিনিধি।	১,২০০/-	৮০০/-	৬০০/-	৮০০/-
৪।	বিসিএস ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের জন্য	৪০০/-	২৫০/-	১৫০/-	২০০/-

সাধারণ কক্ষের ভাড়ার হার ঃ

ক্রমিক নং	ক্যাটাগরি	বর্তমানে প্রচলিত ভাড়ার হার
১।	নেকটার এর প্রশিক্ষণার্থী/ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারির জন্য প্রতিদিন প্রতিসিট।	৬০/-
২।	সরকারি/ আধা-সরকারি/স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারি প্রতিদিন প্রতিসিট।	১০০/-
৩।	আন্তর্জাতিক, এনজিও, এমপিও ভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও প্রাইভেট সংস্থার ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রতিদিন প্রতিসিট।	১৫০/-
৪।	নির্বাচিত উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা পর্যায়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রতিদিন প্রতিসিট।	২০০/-

ক্যাফেটারিয়া ঃ

নেকটার, বগুড়া'য় দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, কলেজ ও মাদ্রাসা থেকে আগত প্রশিক্ষণার্থী ও অতিথিবৃন্দের আপ্যায়নের জন্য একটি ১৬০ আসন বিশিষ্ট ক্যাফেটারিয়া রয়েছে। এর মধ্যে ২৪ আসন বিশিষ্ট শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি কক্ষ রয়েছে;

- দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্যাফেটারিয়ায় মানসম্মত খাবার পরিবেশন নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ একাডেমীর প্রশিক্ষণার্থীগণ নির্ধারিত মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে ক্যাফেটারিয়ার খাবার গ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকেন;
- বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানাদি বিশেষত নেকটারের কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের পারিবারিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্বল্প মূল্যে ক্যাফেটারিয়া ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে থাকেন। কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে সীমিত আকারে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অনুষ্ঠানাদি করার জন্য ক্যাফেটারিয়া ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।

ক্যাফেটারিয়া

কনফারেন্স হলঃ

নেকটারে ২৫০ আসন বিশিষ্ট শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং অডিও ভিডিও সিস্টেম সম্বলিত কনফারেন্স হল রয়েছে। প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কসপ, শিক্ষা ও বিনোদনমূলক কর্মকান্ড কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়।

কনফারেন্স হল

ভাড়ার হার ঃ

নেকটারের ছাত্র-ছাত্রী, প্রশিক্ষণার্থী ও কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ পারিবারিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্বল্পমূল্যে কনফারেন্স হল ও ক্যাফেটারিয়া ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে থাকেন। অধিকন্তু কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে সীমিত আকারে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অনুষ্ঠানাদি করার জন্য কনফারেন্স হল ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।

নেকটার বোর্ড অব গভর্ণরস-এর ১৭তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ক্যাফেটারিয়া ও কনফারেন্স হল ভাড়ার হার নিম্নরূপঃ

ক্যাফেটারিয়া ঃ

- পূর্ণ দিবস - ৮,০০০/- (১৫% ভ্যাট ও ১০% সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য)
- অর্ধ দিবস - ৫,০০০/- (১৫% ভ্যাট ও ১০% সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য)

কনফারেন্স হল ঃ

- পূর্ণ দিবস - ১০,০০০/- (১৫% ভ্যাট ও ১০% সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য)
- অর্ধ দিবস - ৬,০০০/- (১৫% ভ্যাট ও ১০% সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য)

স্টোরঃ

২০১৯-২০ অর্থবছরে পিপিআর অনুযায়ী একাডেমীর যাবতীয় মালামাল সংগ্রহ করা হয় এবং তা স্টক রেজিষ্টারে এন্ট্রি পূর্বক পরিচালক-এর অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন বিভাগ/শাখার চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়। সরবরাহকৃত মালামালের মধ্যে স্টেশনারীজ, প্রশিক্ষণ স্টেশনারীজ, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশ অন্যতম।

স্টোর এবং মেডিকেল সেন্টার

মেডিকেল সেন্টারঃ

নেকটার ক্যাম্পাসে একটি মেডিকেল সেন্টার রয়েছে। একজন এমবিবিএস ডাক্তার ও মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে থাকেন।

মসজিদ ঃ

নেকটারের কর্মকর্তা-কর্মচারি, প্রশিক্ষণার্থী ও এলাকাবাসি দৈনিক ৫ ওয়াক্ত এবং জুম্মার নামাজ আদায়ের জন্য ক্যাম্পাসের দক্ষিণ পূর্ব কোণে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত "মসজিদুন নেকটার" নামে একটি জামে মসজিদ রয়েছে। মুসল্লিরা মসজিদে একই সংগে ২৫০ জন নামাজ আদায় করতে পারেন। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতীয় দিবসে মসজিদে নিয়মিত মিলাদ ও দু'আ মাহফিল-এর আয়োজন করা হয়। তাছাড়া পবিত্র রমজান মাসে খতম তারাবিহ ও পবিত্র কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

মসজিদুন নেকটার

খ. রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ (Department of Registration and Examination Control)

এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিভিশনের আওতায় রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ (**Department of Registration and Examination Control**)-এর অধীন দু'টি শাখা রয়েছে। উক্ত শাখা দু'টির মাধ্যমে একাডেমী কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষা গ্রহণ, মূল্যায়ন, ফলাফল প্রস্তুত, সনদপত্র ইস্যুসহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

(ক) ২০১৯-২০ অর্থ বছরে এ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স অন কম্পিউটার ট্রেনিং (৬ মাস মেয়াদি)-এ অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ প্রদানের পরিসংখ্যান ঃ

ক্রমিক নং	ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			ফলাফল					
		পুরুষ	মহিলা	মোট	OS.	A+	A	A-	B	C
০১.	৫০তম	৬৯ জন	৩১ জন	১০০ জন	০৩	৩৫	৩৫	১০	০০	০০
০২.	৫১তম	৭৩ জন	৫৮ জন	১৩১ জন	১০	৫৬	৪২	০৯	০০	০০
০৩.	৫২তম	৭৩ জন	৩২ জন	১০৫ জন	০২	২৩	৪২	১৩	০০	০০
সর্ব মোট		২১৫ জন	১২১ জন	৩৩৬ জন	১৫	১১৪	১১৯	৩২	০০	০০

*Note: OS= Out Standing

(খ) ২০১৯-২০ অর্থ বছরে নেকটার কর্তৃক পরিচালিত শর্ট কোর্স-এ অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ প্রদানের পরিসংখ্যান ঃ

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			মোট উত্তীর্ণ
		পুরুষ	মহিলা	মোট	
01.	Professional Freelancing (SEO, SMM)	১৬১ জন	১৯ জন	১৮০ জন	১৪৫ জন
02.	Fundamentals of Webpage Designing	১৪৬ জন	১৪ জন	১৬০ জন	১০০ জন
03.	Graphics Design (Adobe Photoshop & Adobe Illustrator)	১৫৫ জন	২৬ জন	১৮১ জন	১২৯ জন
04.	"C" Programming Language Course	১৭০ জন	২৩ জন	১৯৩ জন	১৯১ জন
05.	PHP & My SQL/Database Management systems using Oracle	৪৯ জন	১১ জন	৬০ জন	৩৫ জন
06.	Word press Theme Customization	১০৫ জন	১৫ জন	১২০ জন	৯৯ জন
07.	Special Basic Computer Learning Course	১৬২ জন	১৪২ জন	৩০৪ জন	১৭৯ জন
	সর্বমোট=	৯৪৮ জন	২৫০ জন	১১৯৮ জন	৮৭৮ জন

(গ) ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকগণের ৩০ দিন মেয়াদি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) এবং ১৫ দিন মেয়াদি এ্যাডভান্সড তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স-এ অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ প্রদানের পরিসংখ্যান ঃ

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			
		পুরুষ	মহিলা	মোট	উত্তীর্ণ
১.	৩০ দিন মেয়াদি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	৫৫৩ জন	১০৪ জন	৬৫৭ জন	৬৫০ জন
২.	১৫ দিন মেয়াদি এ্যাডভান্সড তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	১৮৫ জন	৬০ জন	২৪৫ জন	২৪৪ জন
	সর্বমোট=	৭৩৮ জন	১৬৪ জন	৯০২ জন	৮৯৪ জন

গ. রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ (Department of Maintenance) :

একাডেমীর যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ কার্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ কর্তৃক সম্পন্ন হয়। রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কাজ সমূহ-

- একাডেমীক ভবনের সকল বাথরুম/টয়লেট এবং মহিলা হোস্টেলের ৪টি কমন বাথরুম/টয়লেটে টাইলস্ ফিটিং, দরজা, বেসিন ও প্যান পরিবর্তন করা হয়েছে।
- রাতে গার্ডদের চলাফেরার সুবিধার্থে মহিলা হোস্টেলের পিছনে এবং নিরাপত্তার প্রয়োজনে গাইড ওয়ালসহ ব্রিক সোলিং রাস্তা করা হয়েছে এবং বারশেড ও হোস্টেল সুপারের কার্যালয় সংস্কার ও টাইলস্ করা হয়েছে।
- একাডেমীক ভবনের ২০২, ২০৩, ২০৪, ৩০১, ৩০২ ও ৩০৪ নং কক্ষের করিডোরে এবং প্রশাসনিক ভবনে টাইলস্ করা হয়েছে।
- জেনারেটর ও ট্রান্সফরমার স্থাপনের ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।
- ক্যাফেটারিয়া ও করিডোর রং করণ এবং তারা পাম্পের উপরে শেড ও টাইলস্ করা হয়েছে।
- ১০৫, ১০৬, ১০৯, ও ১১০ নং ল্যাবগুলো নতুন করে ওয়্যারিং করা হয়েছে।
- ২০২, ২০৩, ২০৪, ৩০১, ৩০২ ও ৩০৩ নং কক্ষ নতুন করে ওয়্যারিং করা হয়েছে।
- পুরুষ হোস্টেলের পশ্চিম ব্লকের ৩য় ও ৪র্থ তলা নতুন করে ওয়্যারিং করা হয়েছে।
- ১০০ কেভিএ অটো জেনারেটর ক্রয় করা হয়েছে।
- ক্যাম্পাসের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো আইপি ক্যামেরার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।
- কম্পিউটার ল্যাবের জন্য ৩১টি কম্পিউটার টেবিল ক্রয় করা হয়েছে।
- শিক্ষকগণের চাহিদা অনুযায়ী সিটিং চেয়ার এবং ল্যাবের চেয়ার পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ক্যাফেটারিয়ার জন্য ডাইনিং চেয়ার ক্রয় করা হয়েছে।
- বগুড়া-চ-৬-০০০২ নং গাড়ীর ইঞ্জিন পরিবর্তন করা হয়েছে।

ঘ. গ্রন্থাগার (Library):

জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমীর (নেকটার)-এর শিক্ষক, গবেষক, প্রশিক্ষণার্থী ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন ও গবেষণা কাজের জন্য এখানে একটি আধুনিক গ্রন্থাগার রয়েছে। ১৯৮৪ সালে নট্রামস-প্রতিষ্ঠার সাথে এই লাইব্রেরীর যাত্রা শুরু হয়েছিল। বর্তমানে নেকটার-এর কম্পিউটার বিষয়ের প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন ও গবেষণা কাজে সহায়তার জন্য কম্পিউটার বিষয়ক ২৩৬৯টি সহ ৮৫৪০টি পুস্তক রয়েছে। ইহা ছাড়া নেকটার গ্রন্থাগারে বাংলাপিডিয়া, ইসলামী বিশ্বকোষ, ছোটদের বিশ্বকোষ, বিভিন্ন ভাষার অভিধান ও কম্পিউটার বিষয়ক র্জানাল, মাসিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন, জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রসহ প্রচুর পরিমানে রেফারেন্স পুস্তক রয়েছে।

নেকটার লাইব্রেরীতে একটি বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার রয়েছে, যেখানে বঙ্গবন্ধুর জীবনী, তার কর্মের উপর এবং মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক বিভিন্ন স্বনামধন্য লেখকের ৩০০টি পুস্তক রয়েছে।

গ্রন্থাগারটি ছুটির দিনবাদে প্রতিদিন সকাল ৯টা হইতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে। তবে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে সকাল ৯টা হইতে বিকাল ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে। গ্রন্থাগারে এক সাথে প্রায় ৫০ জন পাঠক অধ্যায়ন করতে পারেন। সকল ছাত্র-ছাত্রী, প্রশিক্ষণার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য পুস্তক ইস্যু করা যায়।

নেকটার লাইব্রেরীর পুস্তকগুলি বৈজ্ঞানিক উপায়ে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সাজানো রয়েছে। পাঠকদের বই খুঁজে পাওয়ার সুবিধার জন্য প্রতিটি র‍্যাকের গায়ে পুস্তক-এর নাম লিখা রয়েছে।

এছাড়া লাইব্রেরীটিতে কম্পিউটারাইজড ক্যাটালগ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। লাইব্রেরীর ওয়েব সাইড এ যোগাযোগের ঠিকানা-http://www.library.nactar.org. লাইব্রেরীতে বেশকিছু কম্পিউটার সংক্রান্ত পুস্তক-এর সিডি/ডিভিডি সংগ্রহে রয়েছে।

লাইব্রেরী

২। একাডেমিক বিভাগ (Academic Division)

ক. আইসিটি শিক্ষা বিভাগ (Department of ICT Education)

একাডেমীর জন্য প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রামে আইসিটি বিভাগ নামে একটি নতুন বিভাগ সংযুক্ত করা হয়েছে। এই বিভাগের জন্য রাজস্ব বাজেটে ১৪টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। নেকটার আইন ২০০৫-এর অধীনে প্রবিধানমালা অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৪টি পদে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এই বিভাগের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে-

- একাডেমীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে গতিশীলতা ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ৩০৭ এবং ৩০৮ নং কম্পিউটার ব্যবহারিক ল্যাবে ৪৬টি core i7 মানের Desktop Computer (Original windows 10 Operating System সহ) সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়াও ২টি Multimedia Projector, ১টি On line Printer সহ ৮টি UPS সংযোজন করা হয়েছে।
- ২৫২টি কম্পিউটারসহ ০৮টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কম্পিউটার ব্যবহারিক ল্যাব ও ৩০টি কম্পিউটারসহ একটি সাধারণ কম্পিউটার ব্যবহারিক ল্যাব রয়েছে। তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক ল্যাবে সর্বমোট ২৯০টি কম্পিউটার রয়েছে যা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া একাডেমেরীর একটি হার্ডওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ ল্যাব রয়েছে ।
- ৯০টি Pentium 8 মানের অকেজো কম্পিউটার নিলামে বিক্রির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- একটি লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) রয়েছে।
- লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রনের জন্য ১টি সার্ভার কম্পিউটারসহ মোট ২টি সার্ভার কম্পিউটার রয়েছে।

- AntiVirus Software Program (Kaspersky Endpoint Security for Business Select 11 for Windows) 260 User Install করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য একাডেমীর হোস্টেলে Wifi সুবিধা চালু করা হয়েছে।
- ইন্টারনেট সংযোগ ঃ ৭২ এম.বি.পি.এস Band width-এর ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে। একাডেমীর প্রশিক্ষণ এবং দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত প্রতিটি কম্পিউটার হতে প্রশিক্ষণার্থীগণ এবং একাডেমীর কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ LAN এর মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন।
- ইন্টারনেট Band width নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রয়েছে একটি Band width Control Router.
- একটি On line Network Printer রয়েছে। এই প্রিন্টারের মাধ্যমে একাডেমীর যে কোন কম্পিউটার হতে প্রিন্ট করা সম্ভব।
- প্রশিক্ষণ ক্লাস গ্রহনের জন্য ১টি Interactive Flat Panel রয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে কম্পিউটার বিভাগ হতে ক্রয়কৃত উল্লেখযোগ্য যন্ত্রপাতির/সেবার বিবরণ:

ক্র নং	যন্ত্রপাতির বিবরণ	পরিমান
১।	ডেস্কটপ কম্পিউটার (Brand: dell Vostro Desktop Core i7 মানের Original Windows 10 Operating System সহ)	৪৬ টি
২।	Multimedia Projector	০২ টি
৩।	On line Printer	০১ টি
৪।	UPS (On -line ০৬ টি এবং Off- line ০২ টি)	০৮ টি

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এই বিভাগের আওতায় সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীঃ

- একাডেমীর সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে একাডেমীর ওয়েব সাইটটির তথ্য সার্বক্ষণিকভাবে হালনাগাদ এই বিভাগের মাধ্যমে করা হয়েছে।
- ইন্টারনেট Band width নিয়ন্ত্রণ করে একাডেমীর প্রশিক্ষণ ও দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত কম্পিউটারগুলির মাধ্যমে সঠিকভাবে ইন্টারনেট ব্যবহারের সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- একাডেমীর প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহৃত ২৯০টি কম্পিউটার ও প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত ৪৯টি কম্পিউটার সহ সর্বমোট ৩৩৯টি কম্পিউটারে ইন্টারনেট, নেটওয়ার্ক, হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার ট্রাবলস্যুটিং করে যন্ত্রপাতিগুলিকে সার্বক্ষণিকভাবে সচল রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ৯টি কম্পিউটারকে হার্ড্ওয়ার আপডেট করে আধুনিক প্রোগ্রাম চালানোর উপযোগী করা হয়েছে।
- কম্পিউটার বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির চাহিদা পত্র তৈরীকরণ, যন্ত্রপাতির টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশণ তৈরীকরণ, এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়ের পর সঠিকতা যাচাই এর কাজ এই বিভাগ হতে সম্পাদিত হয়েছে।
- ৯০টি অকেজো ও পুরাতন কম্পিউটার যাচাই বাছাই করে নিলাম প্রক্রিয়ার জন্য ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে।

খ. প্রশিক্ষণ বিভাগ (Department of Training)

(ক) নেকটার পরিচালিত কম্পিউটার কোর্সসমূহের মধ্যে ৬ মাস মেয়াদি এ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স অন কম্পিউটার ট্রেনিং অন্যতম। এ কোর্সে সাধারণত উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাশ প্রশিক্ষণার্থীরা যোগদান করে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ০৩টি ব্যাচে মোট ৩৩৬ জন প্রশিক্ষণার্থী সফলতার সাথে ০৬ মাস মেয়াদি কোর্স সম্পন্ন করেছে। উল্লেখিত ৩৩৬ জন প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্য নিম্নোক্ত ছকে প্রদর্শিত হলোঃ

ক্র. নং	ব্যাচ নং	কোর্সের মেয়াদ		প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		সর্বমোট প্রশিক্ষণার্থী
		শুরু	সমাপ্ত	পুরুষ	মহিলা	
১.	৫০ তম	১১/০৪/১৯	১৬/১০/১৯	৬৯ জন	৩১ জন	১০০ জন
২.	৫১ তম	১১/০৭/১৯	০৯/০১/২০	৭৩ জন	৫৮ জন	১৩১ জন
৩.	৫২ তম	১৭/১০/১৯	২৯/০৬/২০	৭৩ জন	৩২ জন	১০৫ জন
			সর্বমোট=	২১৫ জন	১২১ জন	৩৩৬ জন

অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের পরিসংখ্যান (ব্যাচ ভিত্তিক)

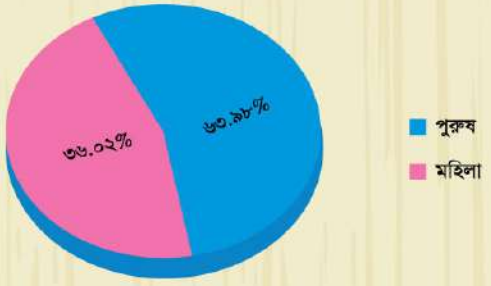

৩টি ব্যাচে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর অনুপাত

৩টি ব্যাচে সর্বমোট ৩৩৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে। এতে পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা ২১৫ জন (৬৩.৯৮%) এবং মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১২১ জন (৩৬.০২%)।

(খ) নেকটার কর্তৃক পরিচালিত ০৬ মাস মেয়াদি এ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স অন কম্পিউটার ট্রেনিং ছাড়াও নেকটার কম্পিউটারের বিভিন্ন শর্ট কোর্স পরিচালনা করে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে শর্ট কোর্সের প্রতিবেদন নিম্নরুপঃ

(১) Professional Freelancing (SEO, SMM) ট্রেনিং কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের পরিসংখ্যান-

ক্রমিক নং	ব্যাচ নং	কোর্সের মেয়াদ		প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		সর্বমোট প্রশিক্ষণার্থী
		শুরু	সমাপ্ত	পুরুষ	মহিলা	
১.	৩২, ৩৩ ও ৩৪তম	০১/০৯/২০১৯	০৬/১০/২০১৯	৫৬	০৪	৬০ জন
২.	৩৫, ৩৬ ও ৩৭তম	১৮/১১/২০১৯	২৩/১২/২০১৯	৪৯	১১	৬০ জন
৩.	৩৮, ৩৯ ও ৪০তম	০৮/০৩/২০২০	০৭/০৬/২০২০	৫৬	০৪	৬০ জন
			সর্বমোট=	১৬১ জন	১৯ জন	১৮০ জন

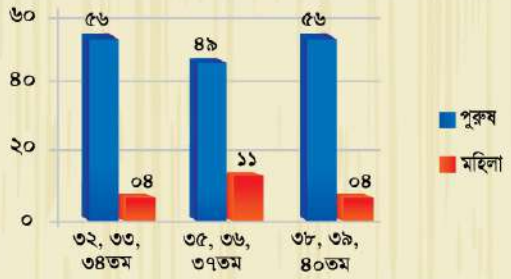

অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের পরিসংখ্যান (ব্যাচ ভিত্তিক)

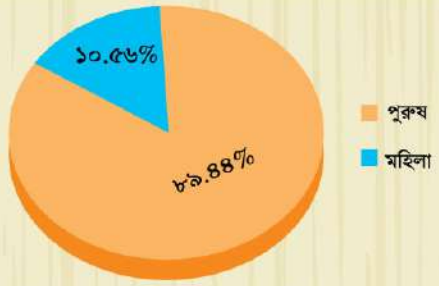

০৯ টি ব্যাচে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর অনুপাত

০৯টি ব্যাচে সর্বমোট ১৮০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে। এতে পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ১৬১ জন (৮৯.৪৪%) এবং মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৯ জন (১০.৫৬%)।

২. Fundamentals of Webpage Designing কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের পরিসংখ্যান-

ক্রমিক নং	ব্যাচ নং	কোর্সের মেয়াদ		প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		সর্বমোট প্রশিক্ষণার্থী
		শুরু	সমাপ্ত	পুরুষ	মহিলা	
১.	২২ ও ২৩তম	০১/০৯/২০১৯	০৬/১০/২০১৯	৩৭ জন	০৩ জন	৪০ জন
২.	২৪, ২৫ ও ২৬তম	১৮/১১/২০১৯	২৩/১২/২০১৯	৫৪ জন	০৬ জন	৬০ জন
৩.	২৭, ২৮ ও ২৯তম	০৮/০৩/২০২০	০৭/০৬/২০২০	৫৫ জন	০৫ জন	৬০ জন
			সর্বমোট=	১৪৬ জন	১৪ জন	১৬০ জন

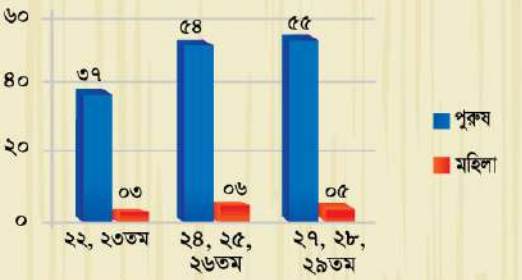

অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের পরিসংখ্যান (ব্যাচ ভিত্তিক)

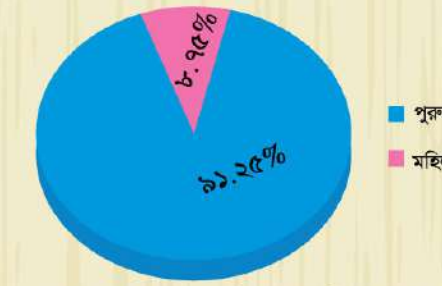

০৮ টি ব্যাচে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর অনুপাত

০৮টি ব্যাচে সর্বমোট ১৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে। এতে পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ১৪৬ জন (৯১.২৫) এবং মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৪ জন (৮.৭৫%)।

৩. Graphics Design (Adobe Photoshop & Adobe Illustrator) কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের পরিসংখ্যান-

ক্রমিক নং	ব্যাচ নং	কোর্সের মেয়াদ		প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		সর্বমোট প্রশিক্ষণার্থী
		শুরু	সমাপ্ত	পুরুষ	মহিলা	
১.	২৯, ৩০ ও ৩১তম	২৭/০৮/২০১৯	১৯/০৯/২০১৯	৫৬ জন	০৪ জন	৬০ জন
২.	৩২, ৩৩ ও ৩৪তম	২২/১০/২০১৯	১৪/১১/২০১৯	৫০ জন	১১ জন	৬১ জন
৩.	৩৫, ৩৬ ও ৩৭তম	৩১/১২/২০১৯	২২/০১/২০২০	৪৯ জন	১১ জন	৬০ জন
			সর্বমোট=	১৫৫ জন	২৬ জন	১৮১ জন

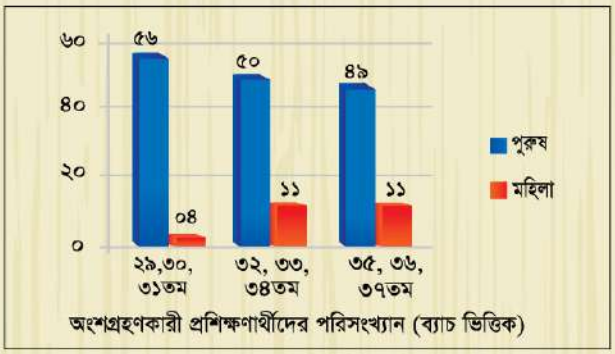

অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের পরিসংখ্যান (ব্যাচ ভিত্তিক)

০৯টি ব্যাচে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর অনুপাত

০৯টি ব্যাচে সর্বমোট ১৮১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে। এতে পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ১৫৫ জন (৮৫.৬৩%) এবং মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ২৬ জন (১৪.৩৭%)।

৪. "C" Programming Language কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের পরিসংখ্যান-

ক্রমিক নং	ব্যাচ নং	কোর্সের মেয়াদ		প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		সর্বমোট প্রশিক্ষণার্থী
		শুরু	সমাপ্ত	পুরুষ	মহিলা	
১.	৩০ ও ৩১তম	২৭/০৮/২০১৯	১৯/০৯/২০১৯	৩৪ জন	০৮ জন	৪২ জন
২.	৩২ ও ৩৩তম	২১/১০/২০১৯	১৪/১১/২০১৯	৩৬ জন	০৬ জন	৪২ জন
৩.	৩৪ ও ৩৫তম	২৬/১১/২০১৯	১৯/১২/২০১৯	৩৭ জন	০৩ জন	৪০ জন
৪.	৩৬তম	৩১/১২/২০১৯	২২/০১/২০২০	২৫ জন	০৪ জন	২৯ জন
৫.	৩৭ ও ৩৮তম	০৪/০২/২০২০	২৬/০২/২০২০	৩৮ জন	০২ জন	৪০ জন
			সর্বমোট=	১৭০ জন	২৩ জন	১৯৩ জন

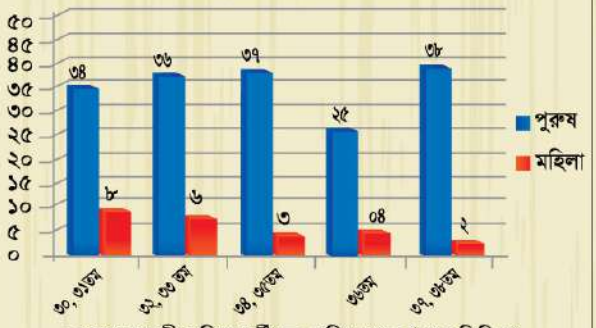

অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের পরিসংখ্যান (ব্যাচ ভিত্তিক)

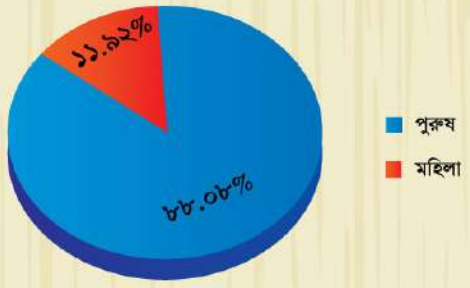

০৯টি ব্যাচে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর অনুপাত

০৯টি ব্যাচে সর্বমোট ১৯৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে। এতে পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ১৭০ জন (৮৮.০৮%) এবং মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ২৩ জন (১১.৯২%)।

৫. PHP & My SQL/Database Management systems using Oracle কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের পরিসংখ্যান-

ক্রমিক নং	ব্যাচ নং	কোর্সের মেয়াদ		প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		সর্বমোট প্রশিক্ষণার্থী
		শুরু	সমাপ্ত	পুরুষ	মহিলা	
১.	৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম	২৬/০১/২০২০	২৯/০২/২০২০	৪৯ জন	১১ জন	৬০ জন
			সর্বমোট=	৪৯ জন	১১ জন	৬০ জন

অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের পরিসংখ্যান (মোট সংখ্যা ভিত্তিক)

৩টি ব্যাচে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর অনুপাত

০৩টি ব্যাচে সর্বমোট ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে। এতে পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ৪৯ জন (৮১.৬৬%) এবং মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১১ জন (১৮.৩৪%)।

৬. Word press Theme Customization কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের পরিসংখ্যান-

ক্রমিক নং	ব্যাচ নং	কোর্সের মেয়াদ		প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		সর্বমোট প্রশিক্ষণার্থী
		শুরু	সমাপ্ত	পুরুষ	মহিলা	
১.	১ম, ২য়, ৩য়	২২/১০/২০১৯	১৪/১১/২০১৯	৫৬ জন	০৪ জন	৬০ জন
২.	৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ	০৪/০২/২০২০	২৬/০২/২০২০	৪৯ জন	১১ জন	৬০ জন
			সর্বমোট=	১০৫ জন	১৫ জন	১২০ জন

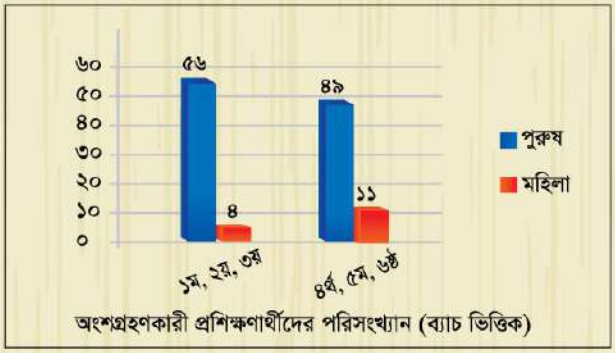

অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের পরিসংখ্যান (ব্যাচ ভিত্তিক)

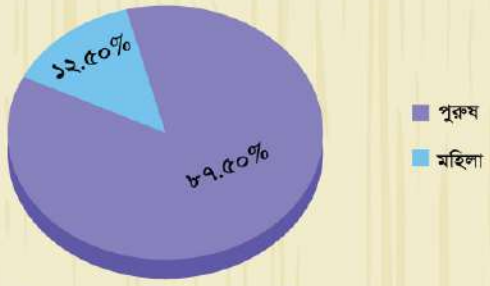

০৬ টি ব্যাচে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর অনুপাত

০৬টি ব্যাচে সর্বমোট ১২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে। এতে পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ১০৫ জন (৮৭.৫০%) এবং মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৫ জন (১২.৫০%)।

৭. Special Basic Computer Learning কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের পরিসংখ্যান-

ক্রমিক নং	ব্যাচ নং	কোর্সের মেয়াদ		প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		সর্বমোট প্রশিক্ষণার্থী
		শুরু	সমাপ্ত	পুরুষ	মহিলা	
১.	৪৯, ৫০, ৫১, ৫২তম	১৭/১১/২০১৯	০৯/১২/২০১৯	৪০ জন	৩৭ জন	৭৭ জন
২.	৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮তম	১০/১২/২০১৯	০৪/০১/২০২০	৮২ জন	৪৪ জন	১২৬ জন
৩.	৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩তম	০৮/০৩/২০২০	২১/০৬/২০২০	৪০ জন	৬১ জন	১০১ জন
			সর্বমোট=	১৬২ জন	১৪২ জন	৩০৪ জন

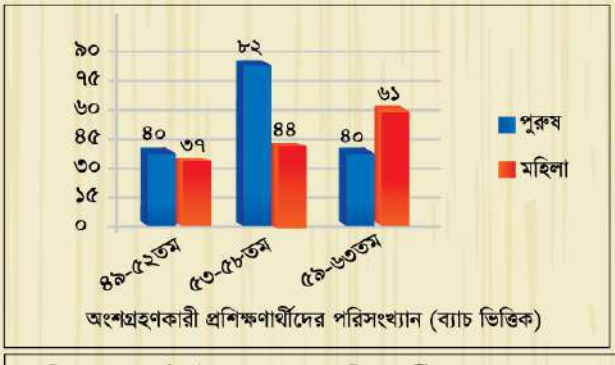

অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের পরিসংখ্যান (ব্যাচ ভিত্তিক)

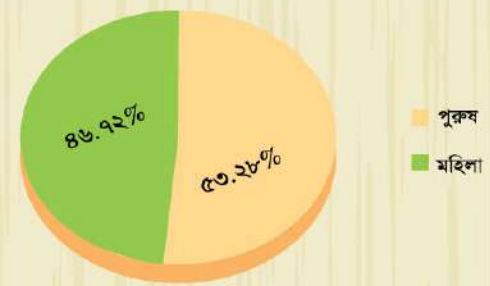

১৫ টি ব্যাচে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর অনুপাত

১৫টি ব্যাচে সর্বমোট ৩০৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে। এতে পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ১৬২ জন (৫৩.২৮%) এবং মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৪২ জন (৪৬.৭২%)।

৮. In-House Training Course (NACTAR)-এ অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের পরিসংখ্যান-

ক্রমিক নং	ব্যাচ নং	কোর্সের মেয়াদ		প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		সর্বমোট প্রশিক্ষণার্থী
		শুরু	সমাপ্ত	পুরুষ	মহিলা	
১.	৬ষ্ঠ	২৫/১১/২০১৯	১৮/১২/২০১৯	১১ জন	০২ জন	১৩ জন
২.	৭ম	০৮/০১/২০২০	০২/০২/২০২০	২১ জন	০৪ জন	২৫ জন
৩.	৮ম	০৯/০২/২০২০	০২/০৩/২০২০	২০ জন	০১ জন	২১ জন
			সর্বমোট=	৫২ জন	০৭ জন	৫৯ জন

অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের পরিসংখ্যান (ব্যাচ ভিত্তিক)

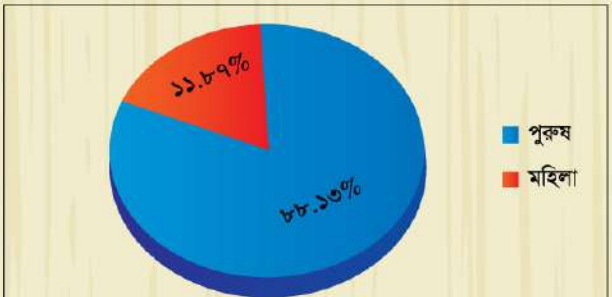

০৩টি ব্যাচে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর অনুপাত

০৩টি ব্যাচে সর্বমোট ৫৯ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে। এতে পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ৫২ জন (৮৮.১৩%) এবং মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ০৭ জন (১১.৮৭%)।

(গ) সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকগণের ৩০ দিন মেয়াদি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক এবং ১৫ দিন মেয়াদি এ্যাডভান্সড তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স-এর প্রতিবেদনঃ

২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩০ দিন মেয়াদি সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকগণের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ০৮টি বিভাগের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে এক মাস মেয়াদি ০৫টি ব্যাচে মোট ৬৫৭ (ছয়শত সাতান্ন) জন শিক্ষক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ সফলতার সহিত সম্পন্ন করেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের পরিসংখ্যান নিম্নরুপঃ

ক্র. নং	ব্যাচ নং	মেয়াদ		স্কুল	কলেজ	মাদ্রাসা	কারিগরি	মোট
		শুরু	শেষ					
১.	১ম পর্যায়	২৪/০৮/২০১৯	২৩/০৯/২০১৯	৬৫ জন	২৫ জন	৪১ জন	০৯ জন	১৪০ জন
২.	২০ তম ব্যাচ	১৯/১০/২০১৯	১৭/১১/২০১৯	৪১ জন	২৪ জন	৫৪ জন	১৭ জন	১৩৬ জন
৩.	২১ তম ব্যাচ	২৩/১১/২০১৯	২২/১২/২০১৯	৪৬ জন	১৭ জন	৫৩ জন	১২ জন	১২৮ জন
৪.	২২ তম ব্যাচ	২৮/১২/২০১৯	২৬/০১/২০২০	৪৮ জন	১৫ জন	৪৯ জন	০৭ জন	১১৯ জন
৫.	২৩ তম ব্যাচ	০১/০২/২০২০	০১/০৩/২০২০	৬৭ জন	২৩ জন	৪২ জন	০২ জন	১৩৪ জন
			সর্বমোট=	২৬৭ জন	১০৪ জন	২৩৯ জন	৪৭ জন	৬৫৭ জন

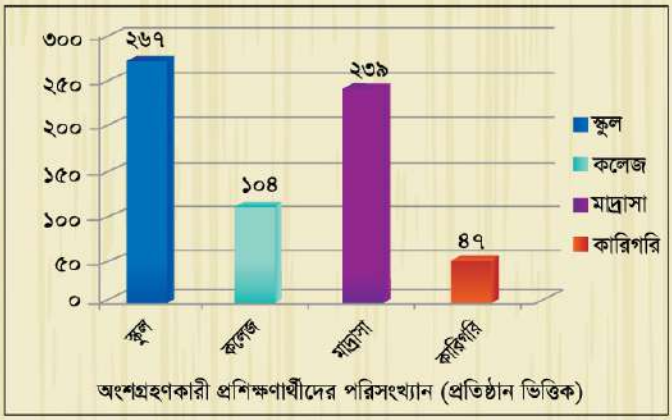

অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের পরিসংখ্যান (প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক)

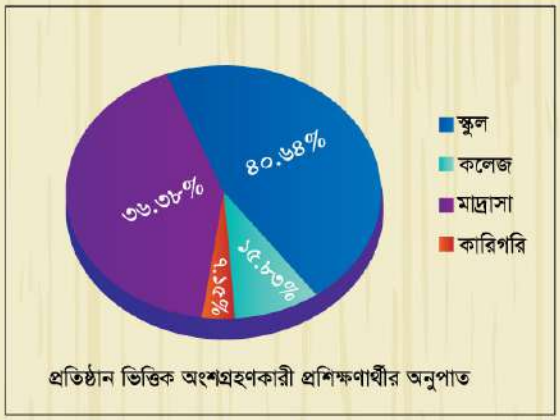

প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর অনুপাত

৫টি ব্যাচে সর্বমোট ৬৫৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করেছে। এতে স্কুল পর্যায়ে ২৬৭ জন (৪০.৬৪%), কলেজ পর্যায়ে ১০৪ জন (১৫.৮৩%), মাদ্রাসা পর্যায়ে ২৩৯ জন (৩৬.৩৮%) ও কারিগরি পর্যায়ে ৪৭ (৭.১৫%) জন ।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৫ দিন মেয়াদি সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকগণের এ্যাডভান্সড তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ০৮টি বিভাগের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে এক মাস মেয়াদি ০২টি ব্যাচে মোট ২৪৫ (দুইশত পয়তাল্লিশ) জন শিক্ষক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ সফলতার সহিত সম্পন্ন করেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের পরিসংখ্যান নিম্নরুপঃ

ক্র. নং	ব্যাচ নং	মেয়াদ		স্কুল	কলেজ	মাদ্রাসা	কারিগরি	মোট
		শুরু	শেষ					
১.	১ম ব্যাচ	২৮/০৯/২০১৯	১২/১০/২০১৯	৩৬ জন	৬২ জন	২৩ জন	০২ জন	১২৩ জন
২.	২য় ব্যাচ	০৭/০৩/২০২০	৩১/০৩/২০২০	৬৩ জন	২২ জন	৩৫ জন	০২ জন	১২২ জন
			সর্বমোট=	৯৯ জন	৮৪ জন	৫৮ জন	০৪ জন	২৪৫ জন

অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের পরিসংখ্যান (প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক)

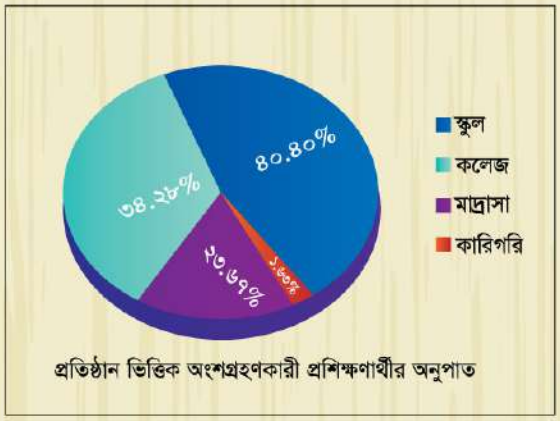

প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর অনুপাত

২টি ব্যাচে সর্বমোট ২৪৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করেছে। এতে স্কুল পর্যায়ে ৯৯ জন (৪০.৪০%), কলেজ পর্যায়ে ৮৪ জন (৩৪.২৮%), মাদ্রাসা পর্যায়ে ৫৮ জন (২৩.৬৭%) ও কারিগরি পর্যায়ে ০৪ জন (১.৬৩%) জন ।

একাডেমীতে জুন/৮৪ হতে অদ্যবধি শিক্ষা সমাপ্ত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যাঃ

জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান ১৯৮৪ সালে বগুড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার লগ্নে এর নাম ছিল জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নট্রামস)। পরবর্তীতে যুগের চাহিদা অনুযায়ী ২০০৫ সালে জাতীয় সংসদের ১২ নং আইনে এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় " জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার)"। এ প্রতিষ্ঠান তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার বিষয়ে ১৫ দিন, ২০ দিন, ৩০ দিন, ৪২ দিন, ০৩ মাস ও ৬ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে। তাছাড়াও অত্র একাডেমীতে সেক্রেটারিয়াল সায়েন্স বিষয়ে দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক ও সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দপ্তর বিজ্ঞানের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় একাডেমীর শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে ২ বৎসর মেয়াদি এইচ এস সি সমমান ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স (ডিপ-ইন-কম), ডিপ্লোমা-ইন-বিজনেস স্টাডিজ (ডিআইবিএস) এবং এইচ এস সি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) কোর্স সমূহ পরিচালিত হয়েছে। এ যাবৎ প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল গড়ে তুলেছে। তার তালিকা নিম্নে দেওয়া হলঃ

ক্রমিক নং	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবলের সংখ্যা
০১.	দুই বৎসর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স ও ডিপ্লোমা-ইন- বিজনেস স্টাডিজ	৫,৬৮৩ জন
০২.	দুই বৎসর মেয়াদি এইচ এস সি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা)	২৭৮ জন
	মোট =	৫,৯৬১ জন
০১.	মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক (প্রকল্প বিহীন) কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	২,১২১ জন
০২.	সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকগণের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স (৩০ দিন মেয়াদি)	১১,৯০৩ জন
০৩.	সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকগণের এ্যাডভান্সড তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স (১৫ দিন মেয়াদি)	২৪৫ জন
০৪.	নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (সরকারি/বেসরকারি) নবম শ্রেণীতে কম্পিউটার কোর্স প্রবর্তন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (৪২ দিন মেয়াদি)	১,১৯৩ জন

ক্রমিক নং	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবলের সংখ্যা
০৫.	এইচ এস সি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (শিক্ষক/কর্মচারি)	৮৯৫ জন
০৬.	উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ শিক্ষক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (৯০ দিন মেয়াদি)	২,০১০ জন
০৭.	শিক্ষিত বেকার যুব ও যুব মহিলাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (৩ মাস মেয়াদি)	১,৬২২ জন
০৮.	এ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স অন কম্পিউটার ট্রেনিং (৬ মাস মেয়াদি)	১৬,২৯৭ জন
০৯.	জি টি জেট কর্তৃক আয়োজিত এনআরটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	১৩০ জন
১০.	ইন-সার্ভিস কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	২,৩৭৩ জন
১১.	জুডিশিয়াল (সাব জজ) কর্মকর্তা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	২৫ জন
১২.	বিসিএস (স্বাস্থ্য) কর্মকর্তা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	১১৯ জন
১৩.	বিসিএস (প্রশাসন) কর্মকর্তা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	২৪২ জন
১৪.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	৩৮৭ জন
১৫.	পুলিশ কর্মকর্তাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	১০৯ জন
১৬.	ইন-সার্ভিস (আর্মি) কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	৪০২ জন
১৭.	বিসিএস (হিসাব) কর্মকর্তা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	৬০ জন
১৮.	ইনটেনসিভ ট্রেনিং কোর্স (ফরেনার)	৪১ জন
১৯.	বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন কর্মকর্তা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	৩০ জন

ক্রমিক নং	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবলের সংখ্যা
২০.	Professional Freelancing (SEO, SMM)	১,৩৮৩ জন
২১.	"C" Programming Language	১,২৬১ জন
২২.	Special Basic Computer Learning	১,২১৪ জন
২৩.	Fundamentals of Webpage Designing	৫৮৯ জন
২৪.	PHP & My SQL/Database Management systems using Oracle	১৭৩ জন
২৫.	Graphics Design (Adobe Photoshop & Adobe Illustrator)	৭৫২ জন
২৬.	Word press Theme Customization	১২০ জন
২৭.	Special Course on Fundamental of ICT & Microsoft Office Application	২৩ জন
২৮.	সান্ধ্যকালিন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	২১ জন
২৯.	Fundamental of ICT	১৫ জন
৩০.	Fundamental of Computer & office Application Course	১৯ জন
৩১.	In-House Training Course (NACTAR)	১৮৭ জন
৩২.	Shorthand Training Course	১৬ জন
৩৩.	In-Service Training Course (SZMC)	২৫ জন
	মোট =	৪৬,০০২ জন
	সর্বমোট =	৫১,৯৬৩ জন

নেকটার ২০১৯-২০ অর্থবছরে অন লাইন মার্কেট প্লেসে কাজ করার লক্ষ্যে আউট সোর্সিং এ্যান্ড ফ্রিল্যান্সিং কোর্স-এর আওতায় ১৮০ জন সহ অন্যান্য শর্ট কোর্স-এ সর্বমোট ১৫৯৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই সমস্ত প্রশিক্ষণার্থী সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং অনেকেই বর্তমানে আপওয়ার্কে কাজ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছেন।

(গ) গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ (Department of Research & Publication) ঃ

গবেষণা বিভাগের উদ্দেশ্য

ক. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণালব্ধ জ্ঞান দেশের উন্নয়নে ছড়িয়ে দেয়া এবং জনসাধারণের কল্যাণে ব্যবহার করা।

খ. কম্পিউটার প্রযুক্তির বিষয়ে গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা এবং ঐ সকল বিষয়ে জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করা।

গ. গবেষণার মাধ্যমে দেশের ও উন্নত বিশ্বের চাহিদা উপযোগী সফটওয়্যার উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করা।

ঘ. কম্পিউটার শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রসরমান বিশ্বের সাথে সংগতি রক্ষা ও সমতা অর্জন করা।

ঙ. কম্পিউটার বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা, আধুনিক জ্ঞান চর্চা ও পঠন পাঠনের সুযোগ সৃষ্টি করে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে গবেষণা বিভাগের কার্যাদিঃ

নেকটার-এ চলমান শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে কতটুকু সফল হচ্ছে তা যাচাইয়ের জন্য ৩০ দিন মেয়াদি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। উক্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ ট্রাষ্ট, ঢাকা-১২০৭।

গবেষণাটিতে প্রশিক্ষণটির কার্যকারিতা, উপযুক্ততা, শিক্ষকদের দক্ষতা এবং আইসিটি বিষয়ক বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরে যাওয়ার পর আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণের বাস্তবায়ন এবং শিক্ষকতা পেশায় আইসিটি বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধিতে তাঁদের শেখার স্থায়িত্ব, আগ্রহ ও সুযোগগুলো চিহ্নিত করা। সমীক্ষাটিতে বাংলাদেশের নির্বাচিত ৫টি জেলার (বগুড়া, গাইবান্ধা, নাটোর, জয়পুরহাট এবং সিরাজগঞ্জ) ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের ২টি পৃথক প্রশ্নাবলী ব্যবহার করে মোট ৫০০টি নমুনা (ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক) সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রাসঙ্গিক উত্তরদাতাদের প্রধান উত্তরদাতা হিসাবে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে।

গবেষণার রূপরেখা ও পদ্ধতি

গবেষণাটি প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য পরিমাণগত এবং গুণগত- উভয় পদ্ধতির সমন্বিত ব্যবহার করেছে। দু'টি আলাদা প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন চলক, সংখ্যাগত মান এবং পারিসংখ্যিক প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করে পরিমাণগত পদ্ধতি প্রয়োগ, গুণগত পদ্ধতির অধীনে প্রধান তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং এফজিডি পরিচালনা করা হয়েছে। গবেষণার জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

তথ্য দাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

বয়স- গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রায় ৪৭.৫ শতাংশ শিক্ষক ছিলেন ৩৬-৪৫ বছর বয়সী, দ্বিতীয় বেশি অংশগ্রহণ ছিল ৪৬ থেকে ৫৫ বছর বয়সী শিক্ষকদের ২৭.৯ শতাংশ এবং এরপরই ছিল ২৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সী শিক্ষকরা ২১.৩ শতাংশ । এ থেকে বোঝা যায়, বেশিরভাগ মধ্যবয়সী শিক্ষকরা প্রশিক্ষণটিতে অংশগ্রহণ করেন।

লিঙ্গ- প্রশিক্ষণে পুরুষ-মহিলা অনুপাত সমান ছিল না, ৭৩.৮ শতাংশেরও বেশি শিক্ষক ছিলেন পুরুষ। বিপরীতে ২৬.২ শতাংশ শিক্ষক ছিলেন মহিলা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ

সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন স্কুল থেকে ৪৭.৩ শতাংশ, মাদ্রাসা ২৪.৪ শতাংশ, কলেজের শিক্ষক ১৮.৮ শতাংশ। কারিগরি প্রতিষ্ঠান থেকে মাত্র ৯.৫ শতাংশ।

প্রশিক্ষণটিতে অংশগ্রহণের কারণ

প্রায় ৯৮.৪ শতাংশ উত্তরদাতাই উল্লেখ করেন যে, তারা তাদের স্ব-ইচ্ছা ও আগ্রহের কারণে এই প্রশিক্ষণটিতে অংশগ্রহণ করেন। শুধু ১.৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন এটি তাদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য

জরিপটিতে অংশ নেয়া সকল উত্তরদাতা একই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশিক্ষণটিতে অংশগ্রহণ করেন নি। ৬৬.২ শতাংশ প্রশিক্ষণার্থী জানান প্রশিক্ষণটির মাধ্যমে আইসিটি জ্ঞান অর্জন তাদের মূল লক্ষ্য ছিল। ২০ শতাংশ উত্তরদাতা জানান তারা কম্পিউটার শেখার জন্য প্রশিক্ষণটিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ১০ শতাংশের উদ্দেশ্য ছিল অনুশীলনের মাধ্যমে শেখা। মাত্র ৩.৮ শতাংশ উত্তরদাতার লক্ষ্য ছিল কম্পিউটার বিষয়ে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা।

প্রশিক্ষণের সময়কাল সম্পর্কে মতামত

তথ্যদাতাদের মধ্যে ৭৩.৮ শতাংশ প্রশিক্ষণের সময়কাল বাড়ানোর দাবি করেন। তাদের মতে ৩০ দিন সময়কাল তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল না। বাকি ২৬.২ শতাংশের মতে এই সময়কাল যথেষ্ট ছিল।

চাহিদার সাথে প্রশিক্ষণের সামঞ্জস্যতা

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮০.৩ শতাংশ জানিয়েছেন প্রশিক্ষণটি তাদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং ১৯.৭ শতাংশের মতে এটি ছিল না। যেসব উত্তরদাতা প্রশিক্ষণটিকে তাদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করেননি তাদের জন্য আরও একটি প্রশ্ন ছিল যেখানে এর কারণ উল্লেখ করতে বলা হয়েছিল। তাদের মধ্যে বেশীরভাগই (৭২.৭ শতাংশ) উল্লেখ করেন প্রশিক্ষণের সময়কাল তাদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না এবং এটি বৃদ্ধি করা উচিত। বাকি ২৭.৩ শতাংশের মতে প্রশিক্ষণটিতে গ্রাফিক্স ডিজাইন সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয় নি।

প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে পারস্পারিক যোগাযোগ

৭০.৫ শতাংশ উত্তরদাতাই জানান তাদের মধ্যে খুব ভাল যোগাযোগ ছিল এবং বাকি ২৯.৫ শতাংশ জানান প্রশিক্ষকদের সাথে তাদের ভাল সম্পর্ক ছিল। কোন উত্তরদাতাই প্রশিক্ষকদের সাথে খারাপ বা অপ্রীতিকর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন নি। উপরন্ত ৯৬.৭ শতাংশ উত্তরদাতাই বলেন তারা তাদের প্রশিক্ষকদের সাথে সব সমস্যা প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। শুধু ৩.৩ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেন যে, তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন না।

প্রশিক্ষকদের দক্ষতা

প্রশিক্ষণটিতে নিযুক্ত প্রশিক্ষকদের গুণগত মান ও দক্ষতা পরিমাপের জন্য গবেষণাটিতে কিছু সূচক ব্যবহার করা হয়েছিল। এর মধ্যে প্রথম সূচকটি ছিল প্রশিক্ষকদের যোগাযোগ দক্ষতা পরিমাপ করা। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬০ শতাংশ তাদের প্রশিক্ষকদের যোগাযোগ দক্ষতাকে 'ভাল', ৩৮.৩ শতাংশ 'খুব ভাল', এবং ১.৭ শতাংশ 'মোটামুটি' বলে উল্লেখ করেন। দ্বিতীয়ত তাদের কাছে প্রশিক্ষকদের পাঠ দানের দক্ষতা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। প্রায় ৮০.৩ শতাংশ তাদের প্রশিক্ষকদের পাঠ দানের দক্ষতাকে 'ভাল' এবং ১৯.৭ শতাংশ 'খুব ভাল' বলে মন্তব্য করেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন সমস্যায় প্রশিক্ষকদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিল যেখানে অর্ধেকাংশই (৫০ শতাংশ) উত্তর করেন প্রশিক্ষকরা 'ভাল' প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ছিলেন। ৪৬.৭ শতাংশ উত্তরদাতার মতে প্রশিক্ষকদের প্রতিক্রিয়া ছিল 'খুব ভাল' ও বাকি ৩.৩ শতাংশের মতে তা ছিল 'মোটামুটি'। এছাড়া প্রায় সকল প্রশিক্ষণার্থীই (৯৮.৪ শতাংশ) উল্লেখ করেন যে, তাদের শিক্ষকরা খুব ভাল প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাসে উপস্থিত হতেন যে কারণে তারা পাঠদানে বেশ দক্ষ ছিলেন যদিও স্বল্প সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী (১.৬ শতাংশ) এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে ছিলেন।

প্রতিটি বিষয় সমান মনোনিবেশ

উত্তরদাতাদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, তাদের প্রায় সকলেই (৯০.২ শতাংশ) কোর্সটির সবগুলো বিষয়ে ও ক্লাসে সমানভাবে মনোনিবেশ করতে পেরেছিলেন যদিও ৯.৮ শতাংশ উত্তরদাতা জানান তারা পারেন নি। প্রশিক্ষণটি কি একঘেয়ে ছিল কিনা সে বিষয়েও তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল। উত্তরে ৮৫.২ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন প্রশিক্ষণটি একঘেয়ে ছিল না এবং ১৪.৮ শতাংশের মতে এটি একঘেয়ে ছিল।

শিক্ষা উপকরণের সরবরাহ

জরিপটিতে অংশগ্রহণকারী ৮৩.৬ শতাংশ প্রশিক্ষণার্থীদের মতে, তারা প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ অডিও ও ভিডিও উপকরণ পেয়েছিলেন। বাকি ১৬.৪ শতাংশ উত্তরদাতারা উল্লেখ করেন যে, তাদের প্রদত্ত উপকরণসমূহ পর্যাপ্ত ছিল না। আরও একটি প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়েছিল উপকরণসমূহ কিভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। উত্তরদাতাদের প্রায় সকলেই (৯৫.১ শতাংশ) জানান উপকরণগুলো আকর্ষণীয় উপায়ে ক্লাসে উপস্থাপন করা হয়েছিল যদিও ৪.৯ শতাংশের মতে তা আকর্ষণীয় ছিল না।

প্রশিক্ষণের পাঠ্য বিষয়ে মতামত

৪১ শতাংশ উত্তরদাতার তথ্য মতে পাঠ্য বিষয়সমূহের ভাষা তাদের জন্য সহজ ছিল না। অপরদিকে ৫৯ শতাংশ উত্তরদাতা জানান পাঠ্য বিষয়সমূহের ভাষা তাদের নিকট সহজবোধ্য ছিল। কোর্সের পাঠ্যসূচিতে কিছু পুনরাবৃত্তি ছিল যেটি ৬১.৫ শতাংশ উত্তরদাতাই অপ্রয়োজনীয় মনে করেছেন, যদিও ৩৮.৫ শতাংশ উত্তরদাতা এমনটি মনে করেন নি।

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৭.৪ শতাংশ কোর্সের বিষয়বস্তু তাদের শেখার জন্য যথেষ্ট মনে করেন এবং ৪২.৬ শতাংশ এটি যথেষ্ট মনে করেননি। অতঃপর উত্তরদাতাদের কোর্সের সামগ্রিক বিষয়বস্তুর মান নির্ধারণ করতে বলা হলে, ৪৮.৩ শতাংশ উত্তরদাতা 'খুব ভাল' ও ৪৬.৬ শতাংশ উত্তরদাতা 'ভাল' বলে মন্তব্য করেন।

কম্পিউটারের দক্ষতা অর্জন

নেকটার কর্তৃক আয়োজিত ৩০ দিন মেয়াদি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কম্পিউটারের দক্ষতা বৃদ্ধি। প্রশিক্ষণটি মূল্যায়নের সময় এবিষয়ে শিক্ষকদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছিল। ৪৫ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেন যে, তারা এই প্রশিক্ষণটি থেকে মাইক্রোসফট অফিসের ব্যবহার শিখেছেন। বাকিদের মধ্যে ৪২.৫ শতাংশ উল্লেখ করেন, তারা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শিখেছেন এবং ১২.৫ শতাংশ জানান তারা গ্রাফিক্স ও ওয়েবপেজ ডিজাইন শিখেছেন।

প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে কম্পিউটার পরিচালনা দক্ষতার পাশাপাশি অন্যান্য প্রযুক্তিগত দক্ষতাও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তারা জানান। কিভাবে তাদের এ দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে জানতে চাওয়া হলে ৫৪.২ শতাংশ উত্তরদাতা জানান প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আইসিটি জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ৪৫.৮ শতাংশ জানান তারা হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন।

শেখার লক্ষ্য অর্জন

সমীক্ষাটিতে অংশগ্রহণকারী ৮৬.৯ শতাংশ প্রশিক্ষণার্থী জানিয়েছেন তাদের লক্ষ্য পূরণ হয়েছে এবং ১৩.১ শতাংশ তাদের শেখার লক্ষ্য পূরণ হয়নি বলে জানান।

প্রশিক্ষণ হতে অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগঃ

গবেষণার এই পর্যায়ে, প্রশিক্ষণার্থী কিভাবে তাদের অর্জিত জ্ঞান নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে (শ্রেণীকক্ষে) বাস্তবায়ন করছেন সেদিকে আলোকপাত করা হয়। প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জ্ঞান, দক্ষতা ও অন্যান্য কার্যক্রমের তুলনার মাধ্যমে এটি সম্পন্ন করা হয়।

প্রথমত, তথ্যদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় যে, তারা কি প্রশিক্ষণ হতে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা শ্রেণীকক্ষে বা পাঠদানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করছেন কিনা। ৮৩.৬ শতাংশ তথ্য দাতার উত্তর ছিল 'হ্যাঁ' এবং ১৬.৪ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, তারা তা করছেন না। কেআইআই (কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ) ও এফজিডি (ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন) থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে কেন ১৬.৪ শতাংশ শিক্ষক ক্লাসরুমে তাদের অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করছেন না সেটি জানা যায়। তাদের তথ্য অনুযায়ী প্রশিক্ষণটিতে যেসকল শিক্ষক অংশ-গ্রহণ করেছিলেন তারা সকলেই আইসিটির শিক্ষক ছিলেন না। ফলে এসব শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ হতে অর্জিত জ্ঞান ক্লাসরুমে প্রয়োগ করার সুযোগ খুব কম যদিও তারা অফিসিয়াল কাজ করার ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহার করছে। এছাড়াও কিছু প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটারসহ অন্যান্য প্রযুক্তিগত সরঞ্জামের ঘাটতি আছে যা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ হতে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের সুযোগ সীমিত করে দিচ্ছে। তবে, যে সকল উত্তরদাতা জানিয়েছেন তারা তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করছেন তাদের কাছে পুনরায় জানতে চাওয়া হয়েছিল কিভাবে তারা তা করছেন। অর্ধেকেরও বেশি উত্তরদাতা (৬৯.৮ শতাংশ) শিক্ষার্থীদের পাঠদানের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করছেন বলে উল্লেখ করেন। বাকিদের মধ্যে ১৭ শতাংশ জানান তারা বিভিন্ন ধরনের অফিসিয়াল কাজে (যেমন- এমএস এক্সেল ব্যবহার করে ফলাফল শিট তৈরি করা) এমএস অফিস ব্যবহার করছেন। অন্য উত্তরদাতারাও তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার বিভিন্ন রকম প্রয়োগের কথা উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া উক্ত প্রশিক্ষণটির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের অতিরিক্ত কোনো আয়ের উৎস তৈরি হয়েছে কিনা সেটিও বর্তমান গবেষণাটিতে অনুসন্ধান করা হয়েছিল। যদিও খুব সংখ্যক অর্থাৎ ১৫.৮ শতাংশ উত্তরদাতা জানান এই প্রশিক্ষণটি তাদের জন্য অতিরিক্ত একটি আয়ের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে ৬৬.৭ শতাংশ উল্লেখ করেন যে, তারা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আয় করছেন এবং ৩৩.৩ শতাংশ তাদের নিয়মিত কাজের পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিং করছেন।

শিক্ষকদের দক্ষতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত

যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষকরা প্রশিক্ষণটিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন সেইসব প্রতিষ্ঠানের পাঠদান পদ্ধতিতে কি ধরণের পরিবর্তন এসেছে গবেষণাটিতে সেটি পর্যবেক্ষণ করা হয়। মোট ৪৪০ জন শিক্ষার্থীর নিকট হতে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার ও এফজিডির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কিভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা তাদের কম্পিউটার সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষার্থীদের পাঠদানে ব্যবহার করছেন সেটি উদঘাটন করাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। কেবল ৮ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচন করা হয় এবং সকলেরই আইসিটি বিষয়টি বাধ্যতামূলক ছিল।

পাঠদানের ধরণে পরিবর্তন

যেসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছিল, প্রায় সবগুলোতেই ৯৮ শতাংশ আইসিটি বিষয়টির জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু নেকটার কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণটিতে যেসব শিক্ষক অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা সকলেই আইসিটির শিক্ষক ছিলেন না। আইসিটি বিষয়ে পাঠদান করছেন এরকম প্রায় ৬৯.২ শতাংশ শিক্ষক প্রশিক্ষণটিতে অংশগ্রহন করেছিলেন।

শ্রেণিকক্ষে এসকল শিক্ষকদের পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, প্রশিক্ষণের পর তারা কি তাদের শিক্ষকদের পাঠদানে কোন রকম পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন কিনা। উত্তরে প্রায় ৭৪.১ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী জানান তারা তাদের শিক্ষকদের পাঠদানে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন এবং ২৫.৯ শতাংশ কোনরুপ পরিবর্তন লক্ষ্য করেননি।

কি ধরণের পরিবর্তন তারা লক্ষ্য করেছেন সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল। ৬১.৯ শতাংশ শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষকের উপস্থাপনার ধরণে পরিবর্তন হয়েছে বলে জানান এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীরা আরো অনেক ধরণের পরিবর্তনের কথা উলেখ করেন। একজন প্রধান তথ্যদাতা (প্রিন্সিপ্যাল) বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠারে চার (০৪) জন প্রশিক্ষিত শিক্ষক রয়েছেন। তারা আমাদের স্কুলে একটি আইসিটি ক্লাব খুলেছেন। অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা এই ক্লাব থেকে আইসিটি ও কম্পিউটার বিষয়ে অনেক কিছু শিখতে ও জানতে পারছেন।

শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের মূল্যায়ন

গবেষণাটি চলাকালীন সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার সম্পর্কিত কিছু শব্দ দিয়ে সেগুলোর কোনটির সাথে তারা পরিচিত ও কোনটির ব্যবহার তারা জানে সেটি সনাক্ত করতে বলা হয়েছিল। ৬৭.৫ শতাংশ শিক্ষার্থী জানান তারা তাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে এগুলো সম্পর্কে জেনেছেন এবং ব্যবহার শিখেছেন। ১৩.৮ শতাংশ শিক্ষার্থী জানান, তারা নিজে নিজে শিখেছেন ও ১২.৯ শতাংশ জানান তারা পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে শিখেছেন।

প্রশিক্ষণটির কার্যকারীতা

প্রায় সকল প্রশিক্ষণার্থীই এটিকে খুব ভাল (৪৪.৩ শতাংশ) এবং ৪৬.৭ শতাংশ বলেছেন ভাল। ৮.২ শতাংশ মোটামুটি এবং ১.৬ শতাংশ বলেছেন খারাপ। এছাড়া সকল উত্তরদাতার কাছে আলাদা আলাদাভাবে জানতে চাওয়া হয়েছিল অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের নিকট কি প্রশিক্ষণটি কার্যকর মনে হয়েছে কিনা। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৪.৭ শতাংশ মন্তব্য করেন তাদের সকলেই এবং ৩৫.৩ শতাংশ জানান তাদের মধ্যে অনেকেই এটিকে কার্যকর বলে মনে করেছেন।

কার্যকারিতার কারণ

প্রায় ৭৭.৬ শতাংশ উত্তরদাতা জানান যে, এই প্রশিক্ষণটির মাধ্যমে যে আইসিটি শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে সেটি সকলের জন্যই অতি প্রয়োজনীয়। অন্যদিকে ২২.৪ শতাংশ উত্তরদাতার মতে তারা এই প্রশিক্ষণটি থেকে অনেক কিছু শিখেছেন তাই তাদের কাছে এটি কার্যকর মনে হয়েছে।

ভবিষ্যত চাহিদা পূরণ

এই প্রশিক্ষণটি কি ভবিষ্যত শিক্ষা চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম কিনা। ৮২ শতাংশ হ্যাঁ সূচক মন্তব্য করেন এবং বাকি ১৮ শতাংশের মতে এটি ভবিষ্যত শিক্ষা চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়।

প্রশিক্ষণের সবল দিকসমূহ

উত্তরদাতারা একাধিক পছন্দের কথা উলেখ করেন সেগুলোর মধ্যে দক্ষতার সাথে পাঠদান (৩০.২ শতাংশ), সময়নিষ্ঠা, সহযোগিতা ও শৃঙ্খলা (২৮.৩ শতাংশ), বাসস্থান (১৭.০ শতাংশ), ক্লাসের সময়সূচী ১৫.১ শতাংশ, খাবার এবং ডাইনিং ব্যবস্থা ৬.৬ শতাংশ, সারাদেশের শিক্ষকদের নিকট থেকে শেখার সুযোগ ২.৮ শতাংশ।

এছাড়াও, নেকটারের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে উচ্চ ধারণা তৈরি করেছে যার ফলে ৯৭.১ শতাংশ উত্তরদাতাই পরবর্তীতে নেকটার কর্তৃক আয়োজিত অন্যান্য প্রশিক্ষণেও অংশগ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

প্রশিক্ষণের দূর্বল দিকসমূহ

৯২.২ শতাংশ উত্তরদাতা প্রশিক্ষণের সরঞ্জামসমূহ (যেমন কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া) যথেষ্ট উন্নত নয় বলে উল্লেখ করেন। দক্ষতার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণার্থী শ্রেণীবিভাগের অনুপস্থিতি ২০.৮ শতাংশ, পাঠ্যক্রমের কিছু বিষয় সহজ নয় ২০.৮ শতাংশ, কোর্সের সময়কাল যথেষ্ট নয় ১৬.৭ শতাংশ, ব্যবহারিক ক্লাসের সময় কম ৮.৩ শতাংশ এবং বিনোদনের সুযোগ কম ৪.২ শতাংশ বলে উলেখ করেন।

উপসংহারঃ

বর্তমান মূল্যায়ন গবেষণাটিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা কীভাবে তাদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা শিক্ষার্থীদের পাঠদানে ব্যবহার করছেন এবং সেইসাথে প্রশিক্ষণটির সামগ্রিক কার্যকারীতা মূল্যায়ন করা হয়েছে। মূল্যায়নের সময় গবেষণা দলটি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। ফলাফলে দেখা যায়, প্রায় সকল উত্তরদাতাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের কথা নিশ্চিত করেছেন। একজন প্রধান তথ্যদাতার বক্তব্য অনুযায়ী, **"আমার প্রতিষ্ঠান থেকে ৬ (ছয়) জন শিক্ষক প্রশিক্ষণটিতে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের পর তারা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করছেন। তারা আগের তুলনায় এখন এমএস ওয়ার্ড ও এক্সেলে কাজ করতে বেশি পারদর্শি। তারা এখন সফটওয়্যার ইন্সটল ও হার্ডওয়্যারের সমস্যা সমাধানেও সক্ষম। তাই আমাদের এখন আর এসব কাজের জন্য বাইরে থেকে লোক ভাড়া করতে হয় না। এতে করে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।"**

তাঁর মতো অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রধানরাও প্রশিক্ষণটির বিভিন্ন উপকারীতা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি অধ্যয়নটি থেকে কিছু সুপারিশও উঠে এসেছে যেগুলো নিম্নে অন্তর্ভুক্ত করা হলঃ

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিকট হতে প্রাপ্ত সুপারিশ- প্রশিক্ষণটিতে অংশগ্রহণ করা শিক্ষকদের পক্ষ থেকে সুপারিশসমূহ হলঃ

- প্রশিক্ষণের সবগুলো বিষয় ভালভাবে শেখার জন্য নেকটারের প্রশিক্ষণের সময়কাল বৃদ্ধি করা উচিত;
- বর্তমান বৈশ্বিক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। ফ্রিল্যান্সিং, ওয়েবপেজ ডিজাইন, গ্রাফিক ডিজাইন এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এর ক্ষেত্রে আরো বিষয় যুক্ত করা উচিত;
- প্রশিক্ষণের সরঞ্জামসমূহ (যেমন- কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি) উন্নত করা প্রয়োজন। কম্পিউটারের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন;
- শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত ভাতা/সম্মানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন;
- নিয়মিত ও স্থায়ী প্রশিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত;
- ব্যবহারিক ক্লাসের সময়সীমা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণার্থীদের অনুশীলনের জন্য বাড়তি সময় প্রয়োজন;
- প্রশিক্ষণার্থীদের পূর্বের আইসিটি জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সেকশনে ভাগ করে প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত;
- ইন্টারনেট সংযোগ ও ওয়াইফাই সুবিধা উন্নত করা প্রয়োজন;
- নেকটার যদি বাংলাদেশের সবগুলো জেলায় তাদের কার্যক্রম প্রসারিত করে, তাহলে আরো অনেক শিক্ষক এই প্রশিক্ষণটিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

প্রধান তথ্যদাতাদের নিকট হতে প্রাপ্ত সুপারিশ -- প্রধান তথ্যদাতেদের নিকট হতে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ হলঃ

- প্রশিক্ষণ পরবর্তী একটি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা উচিত যার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা কিভাবে তাদের অর্জিত জ্ঞান ব্যবহার করছে এবং সর্বোপরি প্রশিক্ষণের কার্যকারীতা মূল্যায়ন করা যাবে;
- প্রশিক্ষণার্থীদের উন্নতি মূল্যায়ন করতে প্রশিক্ষণ পূর্ব ও পরবর্তী একটি সামগ্রিক পরীক্ষা নেয়া প্রয়োজন;
- প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তিটি ইমেইলের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছে পাঠানো উচিত যাতে করে তিনি আগে থেকেই এই বিষয়ে অবগত থাকেন;
- প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের সময় নেকটার প্রতিষ্ঠান প্রধানের মতামত গ্রহণ করতে পারে, এতে করে প্রতিষ্ঠানটি যে সকল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণটি বেশি দরকার তাদের পাঠাতে পারবে;
- অনেক সময় তুলনামূলক বয়স্ক প্রশিক্ষণার্থীরা খুব বেশি জটিল বিষয়সমূহ (যেমন-সি++ প্রোগ্রামিং) শেখার ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হন। এ ক্ষেত্রে বয়সের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণার্থীদের শ্রেণীবিভাগ করে এবং ভিন্ন পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

নেকটারের ভবিষ্যত উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে বর্তমান মূল্যায়নটির উপরোলিখিত সকল সুপারিশ সমুহ (প্রশিক্ষণার্থী ও প্রধান তথ্যদাতাদের পক্ষ হতে) নেকটার কর্তৃক বিবেচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করছেন।

২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকাশনা বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যাদিঃ

ক্রমিক নং	প্রকাশনার নাম	পরিমান
১.	বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৮-১৯)	৫০০ কপি
২.	নোট বুক	১০০ কপি
৩.	বর্ষপঞ্জি-২০২০খ্রি.	২,০০০ কপি
৪.	বড় খাম	৩,০০০ কপি
৫.	ছোট খাম	৩,০০০ কপি
৬.	প্রশিক্ষণ পরিক্রমা	৫০০ কপি
৭.	লিফলেট (বড়)	১,০০০ কপি
৮.	লিফলেট (ছোট)	১,০০০ কপি
৯.	নোট প্যাড	১০০০ কপি
১০.	অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স অন কম্পিউটার ট্রেনিং (৬ মাস)-এর সার্টিফিকেট	৮০০ কপি
১১.	বিভিন্ন শর্ট কোর্স-এর সার্টিফিকেট	২০০০ কপি

2020
January
NACTAR
Batch-2020
প্রশিক্ষণ পরিক্রমা
বার্ষিক
প্রতিবেদন
২০১৮-১৯
NATIONAL ACADEMY FOR COMPUTER TRAINING AND RESEARCH (NACTAR)
Certificate

নেকটার পরিচালনা পর্ষদের কার্যক্রমঃ

জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার) সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বোর্ড অব গভর্ণরস-এর ০১টি সভা (৩১তম) অনুষ্ঠিত হয়। এতে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট প্রাপ্তি বিলম্ব হওয়ায় এবং কোর্সসমূহ দেরীতে শুরু করা সত্বেও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সসহ অন্যান্য কোর্সসমূহে এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট হওয়ায় পরিচালককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।
- নেকটার-এ সরাসরি নিয়োগযোগ্য ১২ ক্যাটাগরির ২০টি পদ টেলিটক-এর মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।
- বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পরিচালিত কোর্সসমূহ সফলভাবে পরিচালিত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কোর্সসমূহ জুন, ২০২০ এর মধ্যে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট এবং দ্রুত কোর্সসমূহ সমাপ্ত করতে হবে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের একাডেমীর "পরিচালন বাজেট" ও "একাডেমীর নিজস্ব" আয়-ব্যয়ের সংশোধিত বিবরণী ও ব্যাংক স্থিতি সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কোন সংশোধন ও বিয়োজন না থাকায় একাডেমীর "পরিচালন বাজেট" ও একাডেমীর নিজস্ব" আয়-ব্যয়ের সংশোধিত বিবরণী ও ব্যাংক স্থিতি নিশ্চিতকরণ করা হয়।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরের একাডেমীর "পরিচালন বাজেট" ও "একাডেমীর নিজস্ব" আয়-ব্যয়ের বাজেট বিভাজন (৭.১ এবং ৭.২) অনুমোদন করা হয়।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর-এর ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য পত্র দিতে হবে।
- ইমামসহ সকল কর্মচারীর দৈনিক ৪৫০/- টাকা মজুরী নির্ধারণ করা হয়।
- একাডেমীর ষ্টাফ বাসের ইঞ্জিন ওভার রোলিং এর পরিবর্তে নতুন ইঞ্জিন লাগাতে হবে। কোন কারণে নতুন ইঞ্জিন সংযোজন সম্ভব না হলে সে ক্ষেত্রে ওভার রোলিং করার অনুমোদন দেয়া হয়।
- ২টি গাড়ি ডেন্টিং ও পেইন্টিং কাজের ৩,৬০,৭৫০/- (তিন লক্ষ ষাট হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা ব্যয় ভুতাপেক্ষ অনুমোদন করা হয়।
- একাডেমীর পূর্ব পার্শ্বের পতিত জমি, ২/১টি পরিত্যক্ত কাঁচা বাড়ী এবং ২/৩টি পাকা-আধা পাকা স্থাপনা দ্রুত অধিগ্রহণ করতে হবে।
- একাডেমীর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২০ তলা ফাউন্ডেশন দিয়ে ভবন নির্মাণ করতে হবে। এ জন্য একটি ডিপিপি প্রণয়ন করে দ্রুত জমা দিতে হবে।
- ৬ মাস মেয়াদি (৩৬০ ঘন্টা) 'Advanced Certificate Course on Computer Training' কোর্সের ভর্তি ফি ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা নির্ধারণ করা হলো। ভবিষ্যতে কোর্সটির ফি আরো কমানো যায় কি-না সে বিষয়ে পরিচালক, নেকটার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

একাডেমীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও জাতীয় শিক্ষা নীতিমালা-২০১০ এর আলোকে এসডিজি বাস্তবায়নে সার্বজনিন ও মানসম্মত আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন।
- প্রবিধানমালা ও নিয়োগবিধির আওতায় নেকটারের একাডেমিক ও প্রশাসনিক শূন্য পদসমূহে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ।
- যুগোপযোগী নতুন নতুন শর্ট কোর্স প্রবর্তন ও পরিচালনা।
- বিভাগীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন;
- আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগি মুক্ত পেশাজীবী গড়ে তোলা;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহ) শিক্ষকগণের কম্পিউটার শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য নিবিড় আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বহুতল বিশিষ্ট প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবণ, সেমিনার হল, পরীক্ষা হল ইত্যাদি ভবণ নির্মানের জন্য ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ। (২০তলা ভবণ নির্মাণ)
- আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করণের লক্ষ্যে নেকটার-এর কর্মকর্তা ও শিক্ষক-প্রশিক্ষগণের উন্নত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ।

ফটোগ্যালারী

পরিচালক ও প্রশিক্ষকবৃন্দ

মোঃ শাফিউল ইসলাম
পরিচালক (উপসচিব)
M. 01727-047845
E-mail: shafiul15689@gmail.com

আলহাজ্জ মুহাম্মদ মাহমুদুর রহমান
উপপরিচালক
M. 01711-236388
E-mail: mrnactar1965@gmail.com

মোঃ আব্দুল আলিম
প্রশিক্ষক (বাংলা)
M. 01720-563305
E-mail: abdulalim19064@gmail.com

মোঃ হামিদুর রহমান
প্রশিক্ষক (ইংরেজী)
M. 01711-035407
E-mail: hamidurnactar63@gmail.com

মোঃ ফজলে রাব্বী
প্রশিক্ষক (পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক)
M. 01711-260450
E-mail: rabbi_25bd@yahoo.com

মোঃ মাহবুব আলী
প্রশিক্ষক (গবেষণা সমন্বয়কারী)
M. 01712-853243
E-mail: mahbub.raton2@gmail.com

সহকারী ইন্সট্রাক্টর, প্রশিক্ষকবৃন্দ

মোছাঃ খোদেজা বেগম
সহকারী ইন্সট্রাক্টর
M. 01848-082020
E-mail: khadijaelmis@gmail.com

মোঃ আবু তালেব
সহকারী ইন্সট্রাক্টর
M. 01718-409 139
E-mail: abutaleb.baropur@gmail.com

মোঃ জয়নাল আবেদীন
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ বিভাগ)
M. 01712-111344
E-mail: abedin.nac@gmail.com

আলহাজ্জ মোছাঃ মৌলুদা বেগম
সহকারী ইন্সট্রাক্টর
M. 01926-490499
E-mail: mouluda62@gmail.com

মোঃ রেজাউল করিম
সহকারী প্রশিক্ষক (গবেষণা)
M. 01556-300214
E-mail: rk1964@gmail.com

খন্দকার মাহমুদুল ইসলাম
সহকারী প্রশিক্ষক (কম্পিউটার)
M. 01746-794822
E-mail: mahmudul.khandaker@gmail.com

আলহাজ্জ এ টি এম মাসুদুর রহমান
সহকারী ইন্সট্রাক্টর
M. 01716-691567
E-mail: xyn64masud@gmail.com

আলহাজ্জ মোঃ আব্দুল মান্নান
সহকারী ইন্সট্রাক্টর
M. 01710-905305
E-mail: mannan1.jamalpur@gmail.com

ইঞ্জি. মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
সহকারী প্রশিক্ষক (গবেষণা)
M. 01717-850800
E-mail: absiddiq3112@gmail.com

অবসর গমণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

জনাব এস এম নাছির উদ্দিন
ইন্সট্রাক্টর
অবসর গমণ (তাং-০৪-০৯-২০১৯খ্রি.)

জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
ইন্সট্রাক্টর
অবসর গমণ (তাং-১৩-০২-২০২০খ্রি.)

জনাব সেখ রায়হান
স্টোর সহকারী
অবসর গমণ (তাং-০১-০১-২০২০খ্রি.)

পিআরএল গমণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

জনাব সুরাইয়া বেগম
কম্পিউটার অপারেটর
পিআরএল (তাং-২০-০১-২০২০খ্রি.)

জনাব মোঃ আলমগীর ফেরদৌস
পাবলিকেশন ম্যানেজার
পিআরএল (তাং-০১-১২-২০১৯খ্রি.)

জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ
আর্টিষ্ট কাম ক্যামেরাম্যান
পিআরএল (তাং-০৪-০৩-২০২০খ্রি.)

জনাব তাজকারাতুন্নেছা
কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পিআরএল (তাং-১৫-০৫-২০২০খ্রি.)

জনাব মোঃ ইয়াকুব আলী
সহকারী কুক
পিআরএল (তাং-০১-১০-২০১৯খ্রি.)

শ্রীমতি রানী
পরিচ্ছন্নতা কর্মী
পিআরএল (তাং-৩১-১২-২০১৯খ্রি.)

২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকগণের ০১ মাস মেয়াদি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক এবং ১৫ দিন মেয়াদি অ্যাডভান্সড তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে ৭টি ব্যাচে মোট ৯০২ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখিত ০৭টি ব্যাচের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানের কার্যক্রম-

০১ মাস মেয়াদি আইসিটি বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের (১ম পর্যায়) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ডা. মোঃ ফারুক হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (কারিগরি), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
তারিখঃ ২৪ আগস্ট, ২০১৯খ্রি.

০১ মাস মেয়াদি আইসিটি বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের (১ম পর্যায়) সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এ. কে. এম. জাকির হোসেন ভুঞা, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উন্নয়ন), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। তারিখঃ ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯খ্রি.

১৫ দিন মেয়াদি এ্যাডভান্সড আইসিটি বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের (১ম ব্যাচ) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন, যুগ্ম সচিব (অডিট ও আইন), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। তারিখঃ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯খ্রি.

১৫ দিন মেয়াদি এ্যাডভান্সড আইসিটি বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের (১ম ব্যাচ) সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ, সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
তারিখঃ ০৮ অক্টোবর, ২০১৯খ্রি.

০১ মাস মেয়াদি আইসিটি বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের (২য় পর্যায়) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এস. এম. মাহাবুবুর রহমান, যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। তারিখঃ ১৯ অক্টোবর, ২০১৯খ্রি.

০১ মাস মেয়াদি আইসিটি বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের (২য় পর্যায়) সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সফিউদ্দিন আহমদ, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা। তারিখঃ ১৬ নভেম্বর, ২০১৯খ্রি.

০১ মাস মেয়াদি আইসিটি বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের (৩য় পর্যায়) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মাশুক মিয়া, অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
তারিখঃ ২৩ নভেম্বর, ২০১৯খ্রি.

০১ মাস মেয়াদি আইসিটি বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের (৩য় পর্যায়) সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব অজিত কুমার ঘোষ, অতিরিক্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
তারিখঃ ২১ ডিসেম্বর, ২০১৯খ্রি.

০১ মাস মেয়াদি আইসিটি বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের (২২তম ব্যাচ) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এ. কে. এম. জাকির হোসেন ভুঞা, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উন্নয়ন), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। তারিখঃ ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৯খ্রি.

০১ মাস মেয়াদি আইসিটি বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের (২২তম ব্যাচ) সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব প্রফেসর মোঃ শাহজাহান আলী, অধ্যক্ষ, সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া। তারিখঃ ২৫ জানুয়ারি, ২০২০খ্রি.

০১ মাস মেয়াদি আইসিটি বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের (২৩তম ব্যাচ) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ এনামুল হক, অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা-২), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
তারিখঃ ০১ ফেব্রুয়ারী, ২০২০খ্রি.

০১ মাস মেয়াদি আইসিটি বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের (২৩তম ব্যাচ) সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
তারিখঃ ২৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২০খ্রি.

১৫ দিন মেয়াদি এ্যাডভান্সড আইসিটি বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের (২য় ব্যাচ) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আলী আশরাফ ভুঞা বিপিএম (বার), পুলিশ সুপার, বগুড়া। তারিখঃ ০৭ মার্চ, ২০২০খ্রি.

১৫ দিন মেয়াদি আইসিটি বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের (২য় ব্যাচ) সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এস এম ফেরদৌস আলম, যুগ্মসচিব, পরিচালক (পি আই ডাব্লিউ), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
তারিখঃ ২০ মার্চ, ২০২০খ্রি.

সি প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শাফিউল ইসলাম, পরিচালক (উপসচিব), নেকটার, বগুড়া । তারিখঃ ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৯খ্রি.

০৬ মাস মেয়াদি অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স অন কম্পিউটার ট্রেনিং-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শাফিউল ইসলাম, পরিচালক (উপসচিব), নেকটার, বগুড়া । তারিখঃ ১৭ অক্টোবর, ২০১৯খ্রি.

Special Basic Computer Learning Course-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শাফিউল ইসলাম, পরিচালক (উপসচিব), নেকটার, বগুড়া। তারিখঃ ১৭ নভেম্বর, ২০১৯খ্রি.

WordPress Theme Customization এবং Php & MySQL কোর্স-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শাফিউল ইসলাম, পরিচালক (উপসচিব), নেকটার, বগুড়া।

নেকটার স্বপ্ন দেখায়-

- দক্ষ প্রোগ্রামার হতে
- মুক্ত পেশাজীবী হতে
- গ্রাফিক্স ডিজাইনার হতে
- আইটি ফিল্ডে ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে
- গ্লোবাল ভিলেজে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে
- বিশ্বের জনবহুল এ দেশটিকে জনসম্পদে পরিণত করতে
- আইটি প্রযুক্তিবিদ হিসেবে নিজেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে
- আত্মনির্ভরশীল দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে

নেকটার কর্তৃক পরিচালিত কোর্সসমূহ-

- Advanced Certificate Course on Computer Training (06 Months)
- Professional Freelancing with SEO, SMM
- Web Page Design Course
- Programming Language Course C, C++, JAVA
- Graphics Design Course
- Computer Fundamental Course
- Database Management System with Oracle
- PHP & MySQL
- Diploma in Computer Technology (4 years)

জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার)
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বগুড়া, বাংলাদেশ।
Phone : 051-60988, 65022, Fax : 051-78556
E-mail : directornactar7@gmail.com, Web : www.nactar.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০

জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার)
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বগুড়া, বাংলাদেশ।
director@nactar.gov.bd
www.nactar.gov.bd
051-60988

প্রকাশকালঃ

আগস্ট, ২০২০খ্রি.

প্রকাশকঃ

জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী, বগুড়া

নির্দেশনায়ঃ

মোঃ শাফিউল ইসলাম
পরিচালক (উপসচিব)
নেকটার, বগুড়া

তত্ত্বাবধানেঃ

মুহাম্মদ মাহমুদুর রহমান
উপ-পরিচালক, নেকটার, বগুড়া

সম্পাদনা কমিটিঃ

মোঃ আব্দুল আলীম
প্রশিক্ষক (বাংলা)

মোঃ মাহবুব আলী
প্রশিক্ষক (গবেষণা সমন্বয়কারী)

মোঃ আবু তালেব
সহকারী ইন্সট্রাক্টর

মোছাঃ মৌলুদা বেগম
সহকারী ইন্সট্রাক্টর

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্সঃ

সুজয় রশিদ খান

আলোকচিত্রঃ

এ এস এম শামসুজ্জোহা কবীর
অতিথি শিক্ষক

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি,
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

'আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলবো। আপনারা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। ক্ষেত-খামার কল-কারখানায় দেশ গড়ার আন্দোলন গড়ে তুলুন। কাজের মাধ্যমে দেশকে নতুন করে গড়া যায়। আসুন সকলে মিলে সমবেতভাবে আমরা চেষ্টা করি যাতে সোনার বাংলা আবার হাসে, সোনার বাংলাকে আমরা নতুন করে গড়ে তুলতে পারি।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী পরিচিতি ও একাডেমীর ভিশন ও মিশন	০১
২.	একাডেমীর বোর্ড অব গভর্ণরস	০২
৩.	একাডেমীর দপ্তর বিন্যাস ও প্রশাসনিক বিভাগ	০৩
৪.	সংস্থাপন শাখার ২০১৯-২০ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি	০৫
৫.	হিসাব শাখা	১১
৬.	হোস্টেল ও ক্যাফেটারিয়া শাখা	১২
৭.	স্টোর ও মেডিকেল সেন্টার	১৫
৮.	রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ	১৬
৯.	রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ ও গ্রন্থাগার	১৮
১০.	একাডেমিক বিভাগ, আইসিটি শিক্ষা বিভাগ	১৯
১১.	প্রশিক্ষণ বিভাগ	২১
১২.	গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ	৩১
১৩.	নেকটার পরিচালনা পর্ষদের কার্যক্রম	৩৯
১৪.	একাডেমীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৪০
১৫.	ফটোগ্যালারী	৪১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

"অনেকে মনে করে আমাদের জনসংখ্যা আমাদের বোঝা, কিন্তু এটা ঠিক না, যদি আমরা তাদের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে পারি। প্রশিক্ষিত জনশক্তি আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
সচিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার), বগুড়া ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কার্যক্রম সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। এই একাডেমী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষার্থীদেরকে ডিজিটাল শিক্ষায় শিক্ষিত করতে শিক্ষকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। শিক্ষকগণকে আইসিটি শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে নেকটার দেশের ৮ (আট) টি বিভাগের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকগণকে ০১ মাস মেয়াদি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) এবং ১৫ দিন মেয়াদি এ্যাডভান্সড তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত শিক্ষক/মাষ্টার ট্রেইনার হিসেবে গড়ে তুলছে। প্রতিষ্ঠানটি গত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ৯০২ জন শিক্ষককে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

এছাড়াও দেশের বেকার যুব সমাজকে প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নেকটার ০৬ মাস মেয়াদি এ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স অন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, প্রফেশনাল ফ্রিল্যান্সিং (এসইও, এসএমএম), ফান্ডামেন্টালস অব ওয়েবপেজ ডিজাইনিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন, সি-প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইউজিং ওরাকল/পিএইচপি এন্ড মাই এসকিউয়েল, ওয়ার্ডপ্রেস থিম কাস্টোমাইজেশনসহ বিভিন্ন শর্টকোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৫৩৪ জন বেকার যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

(মোঃ আমিনুল ইসলাম খান)
সচিব

মোঃ শাফিউল ইসলাম
পরিচালক (উপসচিব)
নেকটার, বগুড়া।

বাণী

রূপকল্প ২০২১, ২০৪১ ও ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। দেশের ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ফাইবার অপটিক ক্যাবল লাইনের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে কেন্দ্রীয় পর্যায় হতে ইউনিয়ন পর্যন্ত সরকারের ই-সেবাসমূহ জনগণের নিকট অতিদ্রুত পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

সরকার দেশের তরুণ প্রজন্মের মেধা অন্বেষণ সৃষ্টি এবং তা দেশের কল্যাণে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যে ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত আইসিটি বিষয়টি আবশ্যিক হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করেছে এবং স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করেছে। এছাড়া, আইসিটি বিষয়ে দক্ষ শিক্ষক গড়ে তোলার নিমিত্তে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি পর্যায়ের শিক্ষকগণকে ব্যাপকহারে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করেছে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত নেকটার, বগুড়া দেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত কম্পিউটার চর্চা ও তথ্যপ্রযুক্তি বিস্তারের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারি-বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৯০২ জন শিক্ষককে ০১ মাস মেয়াদি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) এবং ১৫ দিন মেয়াদি এ্যাডভান্সড তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

নেকটার, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,১৯৮ জন বেকার যুবক-যুবতীকে প্রফেশনাল ফ্রিল্যান্সিং (এসইও, এসএমএম), ফান্ডামেন্টালস অব ওয়েবপেজ ডিজাইনিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন (এডোবি ফটোশপ এন্ড এডোবি ইলাস্ট্রেটর), সি-প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইউজিং ওরাকল/পিএইচপি এন্ড মাই এসকিউয়েল, ওয়ার্ড প্রেস থিম কাস্টোমাইজেশন ও স্পেশাল বেসিক কম্পিউটার লার্নিংসহ বিভিন্ন শর্ট কোর্সে এবং ৬ মাস মেয়াদি এ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স অন কম্পিউটার ট্রেনিং-এ ৩৩৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে অনেকেই দেশে-বিদেশে আত্মপ্রত্যয় নিয়ে কাজ করছে এবং নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলছে। নেকটার-এর সামগ্রিক কর্মকান্ড তুলে ধরার লক্ষ্যে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিগত অর্থবছরের নেকটার, বগুড়া-এর সার্বিক কর্মকান্ড, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতায় আসবে এবং নেকটারের সামগ্রিক অর্জন, সফলতা সম্পর্কে সকলে অবহিত হবে।

প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মোঃ শাফিউল ইসলাম)